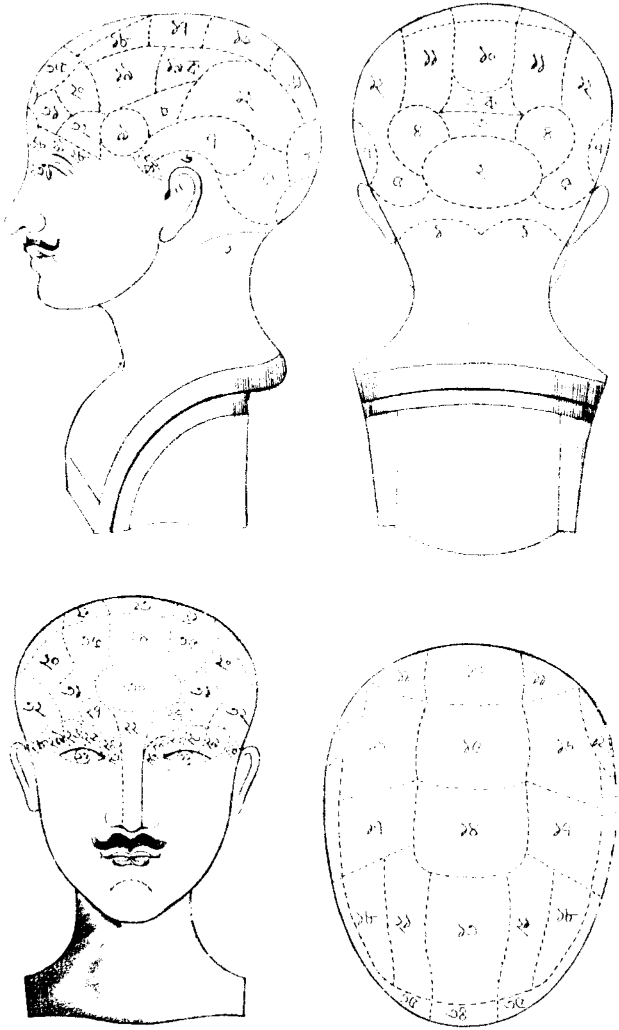
মনতত্ত্ব সম্বন্ধীয় মূর্ত্তি॥



ইহাতে যে অঙ্ক সে ইন্দ্রিয় তাহা পরপৃষ্ঠে দেখ॥

সকল মন ইন্দ্রিয়ের নাম এবং যে ইন্দ্রিয়ের যে স্থান মনতত্ত্ব সম্বন্ধীয় মুর্ত্তিতে অঙ্ক দ্বারা চিহ্ন হইয়াছে তাহার নির্ঘণ্ট।

কর্ম্মেন্দ্রিয়।

।০ ইচ্ছাইন্দ্রিয়।

১। রতিপ্রবৃত্তি।
২। শিশুপ্রবৃত্তি।
৩। সংযোগপ্রবৃত্তি।
৩ক। স্বস্থানানুগতপ্রবৃত্তি।
৪। বন্ধুত্বপ্রবৃত্তি।
৫। বিপদভঞ্জনপ্রবৃত্তি।
৬। নাশকপ্রবৃত্তি।
৬ক। খাদ্যপ্রবৃত্তি।
৭। গোপনপ্রবৃত্তি।
৮। উপার্জ্জনপ্রবৃত্তি।
৯। নির্ম্মাণপ্রবৃত্তি।

।।০ চিন্তাইন্দ্রিয়।

১০। আত্মাদরপ্রবৃত্তি।
১১। আত্মযশঃপ্রবৃত্তি।
১২। সতর্কতাপ্রবৃত্তি।
১৩। দয়াপ্রবৃত্তি।
১৪। ভক্তিপ্রবৃত্তি।
১৫। দৃঢ়তাপ্রবৃত্তি।
১৬। হিতাহিতবিবেচনাপ্রবৃত্তি।
১৭। প্রত্যাশাপ্রবৃত্তি।
১৮। আশ্চর্য্যপ্রবৃত্তি।
১৯। কবিতাশক্তি, বা সৌন্দর্য্যপ্রবৃত্তি।
১৯ক। অদ্যাপি স্থির হয় নাই।
২০। পরিহাসপ্রবৃত্তি।
২১। অনুকরণপ্রবৃত্তি।

জ্ঞানেন্দ্রিয়।

।০ বোধনেন্দ্রিয়।

২২। পার্থক্যবৃত্তি।
২৩। আকৃতিবৃত্তি।
২৪। পরিমাণবৃত্তি।
২৫। ভারিত্ববৃত্তি।
২৬। বর্ণবৃত্তি।
২৭। স্থানবৃত্তি।
২৮। অঙ্কবৃত্তি।
২৯। শ্রেণীবৃত্তি।
৩০। ঘটনাবৃত্তি।
৩১। কালবৃত্তি।
৩২। স্বরবৃত্তি।
৩৩। শব্দবৃত্তি।

।।০ অনুমানইন্দ্রিয়।

৩৪। উপমাবৃত্তি।
৩৫। হেতুবৃত্তি।

অশেষ গুণভূষিত শ্রীযুত বাবু কেশবলাল মল্লিক মহাশয় মহোদয়েষু।

আমি এই যে মনতত্ত্বসারসংগ্রহ পুস্তক ইংরাজী নানা গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়াছি, আপনিই ইহার প্রথম উদ্যোগী, আপনার অনবরত চেষ্টা ও মনোযোগ দ্বারা ইহা সম্পন্ন হইয়াছে, এবং আপনি আমার এই গ্রন্থ সঙ্কলন বিষয়ে সাধ্যানুসারে সাহায্য করিতে ক্রটি করেন নাই, ফলতঃ কেবল আপনকার উৎসাহে ও আনুকূল্যে এই সাধারণোপকারিণী মনতত্ত্ববিদ্যার বঙ্গভাষায় প্রচলনের সূত্রপাত হইল অতএ আমি আনন্দের সহিত এই অভিনব পুস্তক আপনাকে সমর্পণ করিয়া কৃতজ্ঞতাভার হইতে মুক্ত হইলাম এবং প্রত্যাশা করি এতাদৃশ বিষয়ে অবিরত মনোযোগ সহকারে উৎসাহ প্রদান করিতে আপনি কখনই বিরত হইবেন না কিমধিক মিতি।

শ্রীরাধাবল্লভ দাস।
চুনাগলি।

কলিকাতা।
১ চৈত্র ১২৫৬।

ভূমিকা।

এই আশ্চর্য্য বিদ্যা নানা দেশীয ভাষাতে অনুবাদিত হইয়াছে, সম্প্রতি এতদ্দেশীয় জনগণের উপকারার্থে এই গ্রন্থ বহু ক্লেশে ইংরাজী নানা ফ্রোনলজী অর্থাৎ মনতত্ব পুস্তক হইতে সারসংগ্রহ করিয়া গৌড়ীয় সাধু ভাষায় অনুবাদিত হইল, প্রার্থনা করি পাঠক মহাশয়েরা অনুগ্রহপূর্ব্বক এই পুস্তক পাঠ করিলে আমার গুরুতর পরিশ্রমের যথেষ্ট পুরস্কার হইবে। ইহা পাঠ করিলে কি উপকার হয় তাহা কথনাতীত, তথাপি এই পুস্তকের মধ্যে২ ও শেষাংশে তদ্বিষয়ক কতিপয় পংক্তি লিখিলাম। যদি এই পুস্তকের মধ্যে কোন অংশে কোন ভ্রম হইয়া থাকে, তবে পাঠক মহাশয়েরা শোধন করিয়া গ্রহণ করিলে চিরবাধিত হইব।

এই মহোপকারিণী বিদ্যা চারি বৎসর হইল এতদ্দেশস্থ অত্যল্প ব্যক্তির জ্ঞাত ছিল, কিন্তু ইং-

ভূমিকা।

রাজী ১৮৪৫ সালের ৭ জুন তারিখে কতিপয় বিদ্বান্ সভ্য ব্যক্তির দ্বারা কলিকাতা ফ্রেনলজী-কেল সোসাইটি স্থাপিত হওয়াপর্য্যন্ত এতদ্দেশে বিশেষ রূপ প্রকটিত হইতে আরব্ধ হইয়াছে।

প্রায় ৫০ বৎসরের কিঞ্চিৎ অধিক হইল, ইউরোপের অন্তঃপাতি হ্বায়না দেশস্থ ডাক্তর গল্ সাহেব এই বিদ্যা প্রথমে প্রকাশ করেন, তৎপরে তাঁহার শিষ্য ডাক্তর ইশ্পর্জিম্ সাহেব উক্ত বিদ্যার অধিক প্রচার ও বৃদ্ধি করিয়াছেন, এবং তদ্ভিন্ন শ্রীযুক্ত কোম্ব সাহেব ও অন্যান্য জ্ঞানী মহাশয়েরা অধিক পরিশ্রম করিয়া ঐ বিদ্যাকে উত্তর উত্তর সুপ্রসিদ্ধ করিয়াছেন, সম্প্রতি ইউরোপে ও এমেরিকার স্থানে২ এই বিদ্যার অধিক চর্চ্চা হইতেছে।

ডাক্তর গল্ সাহেব এই বিদ্যার আদ্যোৎপত্তির কারণ, তিনি আপন বাল্যাবস্থাপর্য্যন্ত দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার ভ্রাতা ও ভগিনী সকলের চরিত্র ও ব্যবহার তুল্য নহে, এবং পাঠশালার সঙ্গি বালকেরাও বিদ্যাভ্যাসের বিষয়ে সকলে সমান নহে, কেহ উত্তম লিখিতে পারে,

ভূমিকা।

কেহ বা অঙ্ক প্রশ্ন দেখিয়া বা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ উত্তর করিতে পারে, এবং কেহ বা তর্ক করিতে ও নানা প্রকার অলঙ্কারাদি দিয়া আপন কথা সুশো-ভিত করিতে পারে, কিন্তু তিনি স্বয়ং উত্তমরূপে পাঠ অভ্যাস করিতে পারিতেন না, তাঁহার চক্ষু ক্ষুদ্র ছিল এবং পাঠশালার যে যে বালক উত্তম রূপে পাঠ অভ্যাস করিতে পারিত তাহারা সর্ব্বদাই তাঁহা হইতে মান্য হইত, ঐ সকল উত্তম বালকের চক্ষু বড় ছিল।

প্রথমে তিনি এমত বোধ করেন নাই, যে চক্ষু বড় হইলেই উত্তম রূপ পাঠ অভ্যাস করিতে পারে। কিন্তু পাঠশালার সকল শ্রেণীতে বড় চক্ষু যুক্ত বালকেরা অতি উত্তমরূপে পাঠ অভ্যাস করি-তে পারিত, আর তিনি যে বন্ধুর সমভিব্যাহারে বন মধ্যে ভ্রমণ করিতে যাইতেন সে ব্যক্তি পথ হারা হইত না, কিন্তু তিনি স্বয়ং প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে পথ-ভ্রান্ত হইতেন, এমত ঘটনা সর্ব্বদাই ঘটিত, এবং যাহাদের এই প্রকার যোগ্যতা ছিল তাহাদের উভয় ভ্রূ মূলোপরি স্থান অতি উচ্চ ছিল, এই মত দেখিয়া বিশেষ রূপে বিবেচনা করিলেন, যে

ভূমিকা।

এই স্থান উচ্চ হইলেই স্থান স্মরণ রাখিতে পারে। এবম্প্রকার চিহ্ন দেখিয়া আপন মনে স্থির করিলেন, যদ্যপি বাহ্য চিহ্ন দ্বারা অন্তরস্থ ইন্দ্রিয় সকলের গুণ জানিতে পারা যায়, তবে মনের অন্যান্য গুণেরও অবশ্যই বাহ্য চিহ্ন আছে ও তদ্দ্বারা নানা প্রকার মনঃশক্তি জানা যাইতে পারিবেক।

তৎকালাবধি ডাক্তর গল্ সাহেব যে সকল মনুষ্যের কোন বিশেষ স্বাভাবিক গুণ দেখিতেন, তাহাদের ব্যবহার ও রীতি মনঃসংযোগ পূর্ব্বক দেখিতে আরম্ভ করিলেন, এইরূপ অনেক উদাহরণ দর্শন করিয়া পরিশেষে নির্দ্ধারণ করিলেন, যে মনের শক্তি সকল মস্তিষ্কের পরিমাণানুসারেই প্রকাশ হয়। এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে নানা দেশীয় নানা জাতীয় নানা প্রকার মনুষ্যের বাহ্য ব্যবহার ও রীতিনীতি দর্শন করিয়া এবং তদনুসারে তাহাদিগের মস্তিষ্কের পরিমাণ ও বিশেষং নির্দ্দিষ্ট স্থান দেখিয়া, যে স্থান হইতে যে গুণ উৎপন্ন হয় তাহা নির্ণয় করিলেন, এবং অবশেষে এতদ্বিষয়ে বিবিধ প্রকার গ্রন্থ রচনাও করিয়াছেন।

সূচিপত্র।

প্রথম খণ্ড।

আদ্য প্রকরণ।

সূচিপত্র।

সূচিপত্র।

সূচিপত্র।

সূচিপত্র

তৃতীয় খণ্ড।

অশুদ্ধ শোধন পত্র।

পৃষ্ঠ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	১	উপাদান	উপদান।
৫	১৩	যতোধিক	যত অধিক।
—	—	ততোধিক	তত অধিক।
৬	১৫	অঙ্করুক্তি	অঙ্কবৃত্তি।
৭	৯	নিযুক্তানুসারে।	নিয়োগানুসারে।
৮	১	যতোধিক	যত অধিক।
—	—	ততোধিক	তত অধিক।
১৩	৬	সান্নিহিত	সন্নিহিত।
২২	১৯	স্মরণাপন্ন	শরণাপন্ন।
৩৬	১৬	সাদৃশ	সাদৃশ্য।
৩৯	৪	মনঃ ইন্দ্রিয়	মন ইন্দ্রিয়।
৪৮	১৮	রজ্জুপরি	রজ্জূপরি।
৫৭	১	উপরি	পূর্ব্ব।
৬৮	১৪	উৎসাহাহিত	উৎসাহান্বিত।
৭৬	১৩	আত্মযঃশ	আত্মযশঃ।
৭৯	৮	নীরস্	নীরস।
৮২	৪	প্রাকাশ	প্রকাশ।

মনতত্ত্ব সারসংগ্রহ।

প্রথম খণ্ড।

আদ্য প্রকরণ।

মনতত্ত্ব বিদ্যাভ্যাস করিলে মনের গুণ সকল এবং যেহ ইন্দ্রিয় * হইতে ঐ সকল গুণের প্রকাশ হয় তাহা নির্দ্ধারণ করা যায়, কিন্তু ইহাতে ভুত ভবিষ্যৎ বলিতে পারাযায় না।

এই বিদ্যার আবশ্যকতা ও ব্যবহার জানিবার পূর্ব্বে ইহার বীজের স্বভাব ও সীমা জ্ঞাত হওয়া উচিত, এই বিষয় পর খণ্ডে বর্ণিত হইবে।

---

* এই গ্রন্থে যে সকল ইন্দ্রিয় শব্দ ব্যবহার করা গিয়াছে তাহা সমুদায়ই মস্তিষ্ক শক্তির আধার বুঝাইবেক, ইংরাজীতে যাহাকে আরগ্যান্ (Organ) বলিয়া থাকে।

সম্প্রতি মনুষ্য মাত্রের স্বভাবের উপাদান স্বরূপ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের * ক্রিয়ার চিহ্ন কেবল ব্যক্ত করিলাম।

সংসারী, শিক্ষক, হিতোপদেশক, ও ব্যবস্থাপক, ইহাঁদিগের এই বিদ্যাভ্যাস করা অত্যাবশ্যক, কারণ এই বিদ্যাভ্যাস করিলে সংসারী ব্যক্তি আত্ম পরিবারের স্বভাব বিশেষ রূপে জ্ঞাত হইয়া তাঁহাদের সহিত তদনুযায়ি ব্যবহার করিবেন। শিক্ষক যে বিষয়ে শিষ্যের ক্ষমতা দেখিবেন সেই-রূপ বিদ্যাভ্যাস করিতে অনুমতি করিবেন, হিতো-পদেশক যথোচিত উপদেশ প্রদান করিবেন, এবং ব্যবস্থাপক উচিত ও উপযুক্ত নিয়ম নির্দ্ধারিত করিবেন।

বহুকালপর্য্যন্ত এইমত চলিয়া আসিতেছে যে মন ও শরীর পরস্পর প্রাদুর্ভাব প্রকাশ করে। পূর্ব্বাপর দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, শরীরাবস্থা

---

* দ্বিতীয় খণ্ডে এই দুই ইন্দ্রিয়ের বিস্তারিত বিবরণ অব-লোকন করুন।

+ পর পৃষ্ঠে দৃষ্টি করুন।

মনুষ্যের মনের বৈলক্ষণ্যের প্রধান কারণ, যেমন কথিত হয় যাহার স্নায়ুময়াবস্থা * আছে তিনি রাগী ও অবাধ্য হন আর স্থির বিবেচক ও মনঃ সংযোগ পূর্ব্বক কার্য্যে প্রবিষ্ট হন, বোধ হয় যাঁহার রক্তবর্ণাবস্থা* হয় তাঁহার স্মরণ শক্তি থাকে কিন্তু বিবেচনা শক্তি অল্প হয়, স্নেহ থাকে, এবং বাহ্যেন্দ্রিয়ের † সুখ ইচ্ছা হয়। শরীরাবস্থা হইতে মনের কোন বিশেষ গুণ উৎপন্ন হয় না, ইহা কেবল মনের প্রধান২ শক্তিকে অধিক বা স্বল্প তেজস্বিনী করিতে পারে।

মস্তিষ্কের পরিমাণ দর্শনে তাহার যথার্থ ফল নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায় বটে, কিন্তু শিক্ষানুসারে, বাহ্যাবস্থানুসারে, এবং শরীরাবস্থানুসারে ঐ ফলের হ্রাস বৃদ্ধি হয়। শরীরাবস্থা স্বতন্ত্র রূপে চারি অংশে বিভক্ত হইয়াছে, বায়ুগ্রস্ত, রক্তবর্ণ, স্নায়ুময়, এবং শিরাময়।

বায়ুগ্রস্তের লক্ষণ—অবয়ব সকল গোলাকৃতি,

---

* পর পৃষ্ঠে ইহার লক্ষণ দৃষ্টি করুন।

† দ্বিতীয় খণ্ডে ইহার বিস্তারিত বিবরণ অবলোকন করুন।

মাংসপেশীর শ্রেণী কমনীয়, শরীরের নলী সকল পুষ্ট, চিকুর সমূহ বিরল, এবং ত্বক্ পাণ্ডুবর্ণ হয়, কোন কর্ম্মেই তৎপর হয় না, আর শরীরের মধ্যে ধীরে২ ও দুর্ব্বলরূপে রক্তের গমনাগমন হয়, এবং মস্তিষ্কও শরীরের অংশ হওয়াতে তাহার কার্য্যও ঐ রূপ হয়, সুতরাং মনের প্রাদুর্ভাব কৃশ হয়।

রক্তবর্ণের লক্ষণ—উত্তম গঠন, অবয়বের মধ্যম প্রকার পুষ্টি, মাংসের যথাসম্ভব দৃঢ়ত্ব, চিকুর সমূহ বিরল ও তাম্রবর্ণ, চক্ষু নীলবর্ণ, এবং বর্ণ সুন্দর ও মুখ পাটল বর্ণ হয়। ইহার বিশেষ চিহ্ন এই যে শরীরের ভিতর রক্ত অতি তেজে গমনাগমন করে, শারীরিক পরিশ্রম করণে বাঞ্ছা হয়, এবং বদন প্রফুল্ল হয়। সুতরাং মস্তিষ্কও তাদৃশ ফলজনক হয়।

স্নায়ুময়ের লক্ষণ—চিকুর সমূহ কৃষ্ণবর্ণ, ত্বক্ শ্যামবর্ণ, মাংস সকল সমভাব ও দৃঢ়তর, এবং যৎসামান্য শ্রীমান্ হয়। মস্তিষ্কও প্রবলরূপে ক্রিয়া করিতে সক্ষম, একারণ মুখসন্দর্শনে বলবান্ ও চিহ্ন করিবার যোগ্য আকৃতি বোধ হয়।

শিরাময়ের লক্ষণ—সমুদায় চিকুর ও ত্বক পাতলা, মাংসপেশী সকল পাতলা ও ক্ষুদ্র, শরীর ক্রিয়া করিতে সত্বর, বদন পাণ্ডুবর্ণ, এবং সর্ব্বদা শারীরিক সুস্থতা হয়। শিরাময় শ্রেণী ও মস্তিষ্ক* অত্যন্ত ফল প্রকাশক ও তেজস্বী, এবং মনের সকল গুণ তদনুসারে প্রসন্ন ও ক্ষমতাপন্ন হয়।

পূর্ব্বোক্ত শরীরাবস্থা সকল কদাচিৎ ভিন্ন২ দেখিতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ একের কতক লক্ষণ অন্যের লক্ষণের সহিত সংযোগ হয়।

মনের সকল গুণ অন্তর্জাত, মস্তিষ্ক মনের সকল গুণের ইন্দ্রিয়, মস্তিষ্কের আকার এবং পরিমাণ মস্তকের বা করোটির আকার ও পরিমাণের সহিত ঐক্য হয়, যতোধিক মনের প্রধান গুণ আছে ততোধিক ভিন্ন২ ইন্দ্রিয় মস্তিষ্কে স্থিতি মান আছে, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের পরিমাণ জীবিত কালে অনুমান করা যায় এবং ঐ পরিমাণকে অন্যান্য বিষয় সমভাগ থাকিলে, শক্তির সীমা বলা যায়, প্রত্যেক ইন্দ্রিয় যৎকালে অত্যন্ত স্বকর্ম্মান্বিত তৎকালে শরীরের এক প্রকার সাধারণ আকার এবং গমনের ধারা

* মস্তিষ্ক শিরাময় শ্রেণীর মূল।

হয় যাহাকে ইহার স্বাভাবিক চিহ্ন বলা যায়। এই সকল মনতত্ত্ব বিদ্যার প্রধান কারণ।

মনের সকল গুণ অন্তর্জাত, কারণ আমরা এক সংসারের সকল পরিবারের প্রতি অবলোকন করিলে দেখিতে পাই যে তাঁহাদের বালক বালিকারা এক প্রকার উপদেশ পাইয়াও সর্ব্বদা স্বভাবের ও পারগতার বৈলক্ষণ্যের চিহ্ন প্রকাশ করে, এবং সকল জীবেরাই এবম্প্রকার। ইন্দ্রিয় সকল বর্ত্তমান থাকিলে তাহাদিগকে কোন কার্য্যে নিযুক্ত করা যাইতে পারে। মনুষ্য কেবল শিক্ষা করাইতে বা উপদেশ দিতে পারে কিন্তু তাহারা কোন মতেই কার্য্য শক্তি প্রদান করিতে পারে না, যেমন আপনাদের ঊর্দ্ধে বৃদ্ধি করিতে অক্ষমতাপন্ন হয়। একারণ মনের যে ইন্দ্রিয় যদনুসারে থাকে তদনুযায়িক তাহার শক্তি প্রকাশ হয়, যেমন অঙ্কবৃত্তি* অধিক থাকিলে অতি শীঘ্র অঙ্ক গণনা করিতে নিপুণ হইতে পারা যায়।

মস্তিষ্ক মনের সকল গুণের ইন্দ্রিয়, ইহা সর্ব্ব

---

* পর খণ্ডে অঙ্ক বৃত্তি দৃষ্টি করুন।

সাধারণে বলিয়া থাকেন, এবং আমাদিগের সজ্ঞানতায় এই প্রকার বোধ হয় যে মস্তিষ্ক হইতে অনুমান করাযায়, কারণ যে জীবেতে মস্তিষ্ক নাই তাহাতে মনের কোন চিহ্নও নাই, কিন্তু যদনুযায়িক ইহা অধিক বা স্বল্প বলবান্ তদনুযায়িক তাহার পরাক্রম। আর আঘাত, মদ্যপান, ঔষধ, কিম্বা পীড়া এই সকল মস্তিষ্ককে ব্যাকুল করে, এবং মনের শক্তি সকল ঐ সংখ্যাতে মোহিত হয়। ইন্দ্রিয় সকলের অধিক বা স্বল্প নিযুক্তানুসারে তাহার গুণ সকল উৎসাহান্বিত হয়, বা ক্ষীণ হইয়া যায়, বা লোপাপত্তি হয়।

মস্তিষ্কের আকার এবং পরিমাণ মস্তকের বা করোটির আকার ও পরিমাণের সহিত তুল্য হয়, ইহার অধিক প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়, মস্তকের অস্থি সকল বোধ হয় মস্তিষ্কের উপর ছাঁচে ঢালার ন্যায় নির্ম্মাণ হইয়াছে, এবং মস্তকের অস্থি সকলের বিশেষ গঠন মস্তিষ্কের আদ্য প্রকৃতি রূপ নির্ম্মাণ হয়। মস্তিষ্কের এবং করোটির আকৃতিতে সমান ঐক্য আছে, জীবিত মনুষ্যের মস্তিষ্কের পরিমাণ কেবল মস্তক মাপ করিলেই বলিতে পারা যায়।

যতোধিক মনের প্রধান গুণ আছে ততোধিক ইন্দ্রিয় মস্তিষ্কে বর্ত্তমান আছে, কারণ আমরা কখন মনের সকল গুণকে একেবারে স্বকর্ম্মান্বিত করিতে পারি না, যেমন ক্রোধ ও দয়া এককালেতে প্রকাশ হয় না। ইন্দ্রিয় সকল উত্তর২ বৃদ্ধি হয়, যেমন যুবাবস্থাতে ধর্ম্ম কর্ম্ম সকল করিবার বাঞ্ছা হয় না, কিন্তু অধিক বয়ঃক্রম হইলে ঐ সকল বিষয়ে মন রত হয়। আর কোন২ ইন্দ্রিয়ের ক্রমশঃ ক্ষয় হয়, যেমন কাম যৌবনাবস্থায় প্রবল হয়, কিন্তু বৃদ্ধ কালে ইহার প্রবলতা থাকে না। যদ্যপি মস্তিষ্কের ভিন্ন২ স্থান বিভিন্ন গুণ প্রকাশ না করিত, তবে যে ব্যক্তি চিত্র বিচিত্র করিতে নিপুণ তিনি অবশ্যই গান করিতেও নিপুণ হইতেন, আর ক্ষিপ্ত হইলে মনের কোন গুণই প্রকাশ হইত না, তজ্জন্য ভিন্ন২ ইন্দ্রিয় মস্তিষ্কে বর্ত্তমান আছে অবশ্য মান্য করিব, নতুবা মস্তিষ্কের একেবারেই পীড়িতাবস্থা এবং নিষ্পীড়িতাবস্থা হয় গ্রাহ্য করিব, বা মনের সকল গুণ সর্ব্বাংশে সমভাবে দোষী কিম্বা নির্দ্দোষী হইতে পারে প্রত্যয় করিব। স্বদেশীয় এবং ভিন্ন দেশীয় লোকের মস্তকের গঠন যে প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়, তদনুযায়িক

প্রভেদ তাঁহাদের আচরণে এবং ব্যবহারে প্রকাশ হয়, একারণ পূর্ব্বোক্ত বৃত্তান্ত বিশ্বাসজনক।

প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের পরিমাণ জীবিত কালে অনুভব করা যায় এবং ঐ পরিমাণকে অন্যান্য বিষয় সমভাগ থাকিলে শক্তির সীমা বলা যায়, কারণ সকলেই বলিয়া থাকেন যে কোন দ্রব্যের পরিমাণানুসারে তাহার গুণ প্রকাশ হয়, যেমন এক লৌহময় স্তম্ভ সেই লৌহ গুণ অপেক্ষা শক্তিমান, এবং বৃহৎ এক বাষ্পীয় যন্ত্র তাহার সামান্য ক্ষুদ্র যন্ত্র হইতে পরাক্রান্ত, আর কলিজার পরিমাণানুসারে শরীরের মধ্যে রক্ত গমনাগমন করে, এবং মাংসপেশীর পরিমাণানুসারে শরীরের শক্তি প্রকাশ হয়, এই প্রকার ধারা সকলকে সাধারণ স্বাভাবিক ধারা বলা যায়, এবং স্বাভাবিক বস্তু এই সকল ধারার নিয়ম পালন করে। মস্তিষ্ক এক স্বাভাবিক বস্তু সুতরাং ইহাকে এই সকল ধারা হইতে বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য নহে। এই সৃষ্টির মধ্যে যে সকল জীব আছে তাহাদের ইন্দ্রিয়ের পরিমাণানুসারে তাহাদের পরাক্রমপ্রকাশ হয়, এবং মূলেন্দ্রিয় সকলের যে রূপ পরিমাণানুযায়িক প্রসন্নতা সেই রূপ

বাহ্য ইন্দ্রিয় সকলের তীক্ষ্ণতা হয়। সকল অবস্থা সমভাব থাকিলে পরিমাণের শক্তি জানা যায়, যেমন সামান্য লৌহখণ্ড একখান বৃহৎ কাষ্ঠ অপেক্ষা পরাক্রান্ত হইতে পারে, কিন্তু লৌহ এবং কাষ্ঠ বিভিন্ন দ্রব্য, তজ্জন্য ইহাতে যে অবস্থা পূর্ব্বে বলিলাম তাহা নিবৃত্ত হইল। এইরূপ শরীরাবস্থা, বাহ্যাবস্থা, ও শিক্ষানুযায়িক ইত্যাদি দ্বারা মনের শক্তি সকল রূপান্তর হয়।

প্রত্যেক ইন্দ্রিয় যৎকালে অত্যন্ত স্বকর্ম্মান্বিত তৎকালে শরীরের এক প্রকার সাধারণ আকার এবং গমনের ধারা হয় যাহাকে ইহার স্বাভাবিক চিহ্ন বলা যায়, কারণ এক ব্যক্তির কোন এক ইন্দ্রিয় উত্তেজিত হইলে শরীরের গতির বা অঙ্গ ভঙ্গের এক প্রকার ভাব প্রকাশ হয়, যেমন আত্মাদরপ্রবৃত্তি* শরীরে স্বকর্ম্মান্বিত হইলে শরীর সমান ও অটল হয়, ভক্তিপ্রবৃত্তি* স্বকর্ম্মান্বিত হইলে শরীর নম্র ভাব ও চক্ষুকে ঊর্দ্ধ ভাব করে। আত্মযশপ্রবৃত্তি* স্বকর্ম্মান্বিত হইলে মস্তককে এক পার্শ্বে স্থিতি করে এবং শরীর ও উভয় হস্ত ঈষৎ নিম্ন হইয়া দোলায়মান হয়, এবং শিশুপ্রবৃত্তি* স্বকর্ম্মা-

---

* পর খণ্ডে বিশেষ বিবরণ দৃষ্টি করুন।

স্থিত হইলে মস্তক পশ্চাৎগামি হয়, এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের এবম্প্রকার চিহ্ন অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইবেন। এই সকল সাধারণ ফল সর্ব্ব দেশেতে ও সর্ব্ব জাতিতে দেখিতে পাওয়া যায়, একারণ কেবল ইহাকেই মনের স্বাভাবিক এবং সাধারণ ভাব প্রকাশ করিবার চিহ্ন বলা যায়। দাতব্যতা ও সর্ব্ব সাধারণের প্রতি স্নেহ এই দুই কথার অর্থ কোন দেশে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলে তত্রস্থ লোকেরা কখন বলে না যে ইহারা রাগ এবং ঘৃণা বুঝায়।

মস্তিষ্ক অনুলম্বরূপে দুই খণ্ড হইয়া মস্তকের ভিতরে স্থিতি মান হওয়াতে প্রত্যেক খণ্ডে সমূহ ইন্দ্রিয় বিভিন্ন পরিমাণে উন্নত আছে, তন্নিমিত্ত প্রত্যেক ইন্দ্রিয় দ্বিভাগে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইতোমধ্যে কতকগুলিন একক, কারণ দ্বিঅংশের মধ্যস্থলে পতিত হইয়াছে। কোন ইন্দ্রিয়োৎপত্তি বস্তু দর্শনে তাহার ক্রিয়া জানা যায় না, সুতরাং মস্তিষ্ক দর্শনে তাহার বা তাহার কোন অংশের ক্রিয়া বোধ হয় না, যেমন মাংসপেশী দেখিলে বোধ হয় না যে ইহা আবশ্যকমতে বৃদ্ধিযুক্ত ও

সঙ্কুচিত হইতে পারে, যা দৃষ্টিজনক শিরার গঠন দেখিয়া অনুমান হয় না যে ইহার দ্বারা আলোক মনোগোচর হয়।

এক ব্যক্তির বৃহৎ ইন্দ্রিয় সকল অধিক, এবং ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয় সকল অল্প উৎসাহ প্রকাশ করে, সত্য, তথাচ ইন্দ্রিয় সকলের কেবল পরিমাণেতে উৎসাহ হয় এমত নহে, কারণ তাহাদের অন্তরাবস্থা, শিক্ষা, ও পরস্পরের প্রভুত্বের দ্বারা ইহার উৎসাহ হয়, তন্নিমিত্ত কোন প্রকার জীবের বিশেষ জাতির বা এক জাতির ভিন্ন২ ব্যক্তির কোন এক ইন্দ্রিয়ের সহিত তাহাদের মধ্যে তুল্য করা যায় না, কেবল এক জীবের কোন ইন্দ্রিয়ের পরিমাণ তাহার অন্য ইন্দ্রিয় সকল দেখিয়া নির্ণয় করা যায়। ইন্দ্রিয় সকলের নিয়মিত পরিমাণের তুল্যতার ঐক্য নাই।

ইন্দ্রিয় সকলের পরিমাণ সর্ব্বতোভাবে বিবেচনা করিবেন, অর্থাৎ দীর্ঘে ও প্রস্থে, ইহাদের দ্বি প্রকার অবস্থা দেখা যায়, দীর্ঘ বা হ্রস্ব ও ক্ষীণ, এবং দীর্ঘ বা হ্রস্ব ও উচ্চ। দীর্ঘে প্রস্থে অধিক হইলে

সর্ব্বদা ক্রিয়াবান হয়, এবং ঊর্দ্ধে অধিক হইলে আরো অধিক বলবান হয়।

উন্নতি ব্যতিরিক্ত ইন্দ্রিয় সকলের দীর্ঘ প্রস্থও দেখিয়া বিশেষ বিবেচনা করিবেন, কারণ যদ্যপি কোন ইন্দ্রিয় তাহার নিকটবর্ত্তি ইন্দ্রিয় হইতে উন্নত হয় তবেই উন্নতি বোধ হয়, কিন্তু সান্নিহিত ইন্দ্রিয় সকল দীর্ঘে সমভাব থাকিলে সর্ব্ব প্রকারে মস্তকের সেই স্থান একসমান দেখিতে পাওয়া যায়, এবং ইন্দ্রিয় সকলের গুণের সমভাব হয়। আর বৃদ্ধাবস্থায় প্রায় মন ইন্দ্রিয় সকলের তেজঃ শেষ হইলে মস্তকের আকৃতি ও পরিমাণ দর্শন দ্বারা মনের গুণ নিশ্চয় করিয়া ব্যক্ত করা যায় না, কারণ বাহ্য অস্থি দর্শনে সমভাব দেখা যায়, কিন্তু ভিতরে মস্তিষ্ক ক্রমশঃ ক্ষয় পায়, এবং মস্তকের অস্থি ক্রমে পুরু হইয়া আইসে, তন্নিমিত্তে কেবল মনুষ্যের যৌবনাবস্থায় প্রমাণ দেখিবেন, কারণ যেইরূপে শরীরের হ্রাস বৃদ্ধি সেইরূপ মন ইন্দ্রিয় সকলেরও ন্যূনাধিক্য হয়।

মস্তকের কোন্ স্থানে কোন্ ইন্দ্রিয় আছে তাহা উভয় জাতি মনুষ্যের অধিকাংশে ভিন্ন২ জীবনা-

বস্থায় ভুরিং দর্শনাস্তে জ্ঞাত হওয়া যায়। এই মহোপকারিণী বিদ্যা কেবল যথার্থ প্রমাণের দ্বারা দৃঢ় রূপে স্থাপিত হইয়াছে, তজ্জন্য ইহা সত্য কি মিথ্যা প্রমাণ দেখিলেই বোধ হইবে, কিন্তু কল্পিত বাদানুবাদ সর্ব্বতোভাবে অকর্ম্মার্হ হয়।

মস্তিষ্কের পশ্চাদ্ভাগে ইচ্ছাইন্দ্রিয়, উপরি ভাগে চিন্তাইন্দ্রিয়, এবং সম্মুখে জ্ঞানেন্দ্রিয় স্থিতিমান আছে। ইচ্ছাইন্দ্রিয় সকলকে জীবপ্রবৃত্তি বলা যায় কারণ ইহারা সকল জীবেতেই আছে, এবং চিন্তাইন্দ্রিয় সকলকে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বলা যায় কারণ ইহাদের দ্বারা আমাদিগের ধর্ম্ম কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে। প্রত্যেক মূল ইন্দ্রিয় কেবল এক প্রকার গুণ প্রকাশ করে।

কোন ব্যক্তির মস্তক পরীক্ষা করিবার কালে তাঁহার মস্তক অতি সরল ভাবে রাখিয়া ইন্দ্রিয় সকলের ক্রমশঃ বর্ণনা করিবে, অর্থাৎ যাহার পরে যে ইন্দ্রিয় লিখিয়াছি তাহাই ব্যক্ত করিবে কিন্তু অগ্রে দেখিলেই যে অগ্রে বলিবেন এমত নহে। ভিন্নং ইন্দ্রিয় বিভিন্ন অংশে মস্তকে প্রসন্ন থাকাতে নিম্ন লিখিত বিবিধ প্রকার নিরূপিত শব্দ

দ্বারা তাহাদের প্রসন্নতাকে পরস্পর তুল্য করা যায়।

অতিক্ষুদ্র।	মধ্যম।	প্রায় অধিক।
ক্ষুদ্র।	প্রায় পূর্ণ।	অধিক।
প্রায় ক্ষুদ্র।	পূর্ণ।	অত্যন্তাধিক।

কিন্তু এই সকল ভাগ প্রথমতঃ শিক্ষাকারকের প্রতি কঠিন হওয়াতে তাঁহাদের সন্তোষার্থে পরোক্ত চারিভাগ নির্দ্ধারণ হইয়াছে। অত্যন্তাধিক, অধিক, ক্ষুদ্র, এবং অতিক্ষুদ্র ॥

আত্ম বিশ্বাস আত্ম সন্দর্শনে প্রতীত হয়, অতএব যদি কোন মহাশয় স্বয়ং এই বিদ্যা সত্য কিম্বা মিথ্যা পরীক্ষা করিতে বাঞ্ছা করেন, তবে প্রথমতঃ মস্তকের কোন্ স্থানে কোন্ ইন্দ্রিয়ের স্থিতি, দ্বিতীয়তঃ তাহারা কি পরিমাণে প্রত্যেক মনুষ্যে প্রসন্ন আছে, তৃতীয়তঃ ভিন্ন২ শরীরাবস্থা সকলের চিহ্ন জ্ঞাত হইবেন, কারণ ইহাদের ইন্দ্রিয় সকলের প্রসন্নতায় অধিক বা স্বল্প ক্ষমতা প্রদান করিবার শক্তি আছে, এবং চতুর্থতঃ প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের মূল ক্রিয়ার যথার্থ অর্থ যাহা এই গ্রন্থে কথিত হইয়াছে, অভ্যাস করিলে বিলক্ষণ রূপে সকলেই স্বয়ং জ্ঞাত

হইবেন। প্রত্যেক মন ইন্দ্রিয় মস্তিষ্কের ভিন্নং স্থান রূপ সাধন দ্বারা প্রকাশ হয়।

এই গ্রন্থের অগ্রবর্ত্তী ছবিতে প্রত্যেক মন ইন্দ্রিয়ের স্বীয়ং স্থান বিভিন্ন দেখিবেন।

দ্বিতীয় খণ্ড।

মন ইন্দ্রিয় সকলের বিবরণ।

মন ইন্দ্রিয় সকল দ্বিঅংশে বিভক্ত হইয়াছে, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়।

প্রথম প্রকরণ।

কর্ম্মেন্দ্রিয়।

যাহারা কোন প্রকার অনুমান করিতে পারেনা এবং যাহাদিগের সদসৎ বোধ ও মনস্তাপ উৎপত্তি করিবার ক্ষমতা আছে কিন্তু সেই বোধ ও মনস্তাপকে ইচ্ছা করিলেই অবিলম্বে উৎসাহ বা পুনরাহ্বান করিতে অসাধ্য বোধ করে, তাহাদিগকে কর্ম্মেন্দ্রিয় বলা যায়, ইহাদের কেবল ইচ্ছা করিবার ক্ষমতা আছে। কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বি অংশে বিভক্ত হইয়াছে, ইচ্ছাইন্দ্রিয় ও চিন্তাইন্দ্রিয়।

১। ইচ্ছাইন্দ্রিয়ের বিবরণ।

যাহারা চিন্তা করিতে বা জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে পারে না, তাহাদিগকে ইচ্ছাইন্দ্রিয় বলা যায়, তাহাদের প্রধান কর্ম্ম এই, যে কেবল বিশেষ২

ইচ্ছা প্রকাশ করে, এই সকল ইন্দ্রিয় মনুষ্যেতে ও অন্য জীবেতে আছে।

১। রতিপ্রবৃত্তি।

উভয় কর্ণের পশ্চাতে মূলদেশস্থিত অস্থি তন্মধ্য ভাগস্থ যে ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক তাহাতে এই ইন্দ্রিয় বর্ত্তমান আছে।

এই স্থান অধিক বিস্তৃত হইলে ইন্দ্রিয় অধিক হয়।

মূল ক্রিয়া—বংশ রক্ষা করণ ইচ্ছা, ও বংশ বৃদ্ধি। স্ত্রী পুরুষের উভয়ের মনের আকাঙ্ক্ষা।

ক্ষুদ্রতা—সতীত্ব ধর্ম্ম প্রতিপালন করিবার ও কামকে বশীভূত করিবার ক্ষমতা, এবং অনাসক্তি ও লজ্জা শীলতা হয়।

অধিকতা—অতিশয় কামাতুরতা এবং সর্ব্বদা স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই উভয়ের সহিত রসালাপ করিতে ইচ্ছা।

---

* এই পুস্তকের অগ্রবর্ত্তি ছবিতে ১ একের অঙ্ক দেখিয়া এই ইন্দ্রিয়ের স্থান জানিবেন, এইরূপ ২ দ্বিতীয়াদি অঙ্ক দেখিয়া ইন্দ্রিয় স্থান নির্ণয় করিতে পারিবেন।

নিন্দনীয়তা—প্রতারণা করিয়া দুষ্কর্ম্মে রত করণ, অগম্যা গমন, ব্যভিচার করণ, লাম্পট্য, পর স্ত্রী বা পর পুরুষ উভয়ের সহযোগ করণ ইত্যাদি।

পুরুষ জাতির এই ইন্দ্রিয় অধিক আছে।

২। শিশুপ্রবৃত্তি।

ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের মধ্য স্থলের উপরি ভাগে এই ইন্দ্রিয় স্থিতি মান আছে।

মূলক্রিয়া—কন্যা পুত্রের প্রতি স্নেহ, শিশু-দিগের প্রতি স্নেহ, পিতা মাতার স্নেহ।

ক্ষুদ্রতা—বালক বালিকার এবং পশু ও পক্ষি শাবকের প্রতি স্বল্প মমতা এবং ইহাদিগকে কর্কশ রূপে ব্যবহার করা, সন্তানাদির প্রতি অপক্ষপাতিতা।

অধিকতা—পুত্রাদির প্রতি অধিক স্নেহ, সন্তা-নাদির মায়ায় অত্যন্ত আবদ্ধ, এবং তাহাদের দুঃখে দুঃখিত হওয়া। শিশু ও স্নেহ পাত্র সক-লকে বাৎসল্য করা।

নিন্দনীয়তা—সন্তানাদিকে অত্যন্ত আস্পর্দ্ধা দেওয়া এবং তাহাদিগকে স্থানান্তর করিলে বা

তাহারা নিধন প্রাপ্ত হইলে অধৈর্য্য হওয়া।

স্ত্রী জাতির এই ইন্দ্রিয় অধিক আছে।

৩। সংযোগপ্রবৃত্তি।

শিশুপ্রবৃত্তির ঠিক উপরি ভাগে এই ইন্দ্রিয় বর্ত্তমান আছে।

মূলক্রিয়া—অভিপ্রায় এবং বোধের বিষয় সকলকে একেবারে বা ক্রমশঃ জ্ঞান করিতে পারা, এবং যে পর্য্যন্ত শেষ না হয় সেই পর্য্যন্তই এক বিষয়ে নিযুক্ত হইয়া থাকা।

ক্ষুদ্রতা—বোধ করণ বিষয় সকল এবং কর্ম্ম সকল চঞ্চল হয়, নূতনতা এবং পরিবর্ত্তন অভিলাষ করে, মনস্থ সকল চালনা করিতে অক্ষম হয়।

অধিকতা—যে কর্ম্মেতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে তাহার সমাধান না করিয়া অন্য কোন কর্ম্মে নিযুক্ত হয় না, আর মনোযোগ পূর্ব্বক কার্য্য করিতে পারে।

নিন্দনীয়তা—বাহ্য চিহ্ন দেখিয়া যে সংস্কার জন্মে তাহা উপেক্ষা করিয়া আন্তরিক অনুমানে ও মনস্তাপে অসুস্থ হইয়া থাকা

৩ ক। স্বস্থানানুগতপ্রবৃত্তি।

সংযোগপ্রবৃত্তির উপরি ভাগে এই ইন্দ্রিয় স্থিতিমান আছে।

মূলক্রিয়া—স্বদেশে থাকিতে বাঞ্ছা বা স্বভবনে স্থিতি করিতে ইচ্ছা বা এক স্থানে বাস করিতে মতি বা নির্দ্ধারিত স্থান বাসনা করে।

ক্ষুদ্রতা—কোন বিশেষ স্থান সমাদর করে না, স্বদেশ বা স্বভবন অক্লেশে পরিত্যাগ করে, এবং কোন স্থানের অনুগত হয় না।

অধিকতা—পৃথিবীর মধ্যে অন্য কোন স্থান স্বভবনের ন্যায় প্রিয় বোধ করেনা, এবং বাসস্থান ও স্বদেশ পরিবর্ত্তন করিতে ঘৃণা করে।

নিন্দনীয়তা—স্বভবন পরিত্যাগ করিতে ঘৃণা করণ, কোন স্থানে অসঙ্গত পূর্ব্বানুরাগ বা স্বদেশানুরাগ।

আমাদিগের দেশস্থ ব্যক্তির এই ইন্দ্রিয় অধিক আছে।

৪। বন্ধুত্বপ্রবৃত্তি।

সংযোগপ্রবৃত্তির দুই পার্শ্বে এবং শিশুপ্রবৃত্তির উপরি ভাগে এই ইন্দ্রিয় স্থিতিমান আছে।

মূলক্রিয়া—ব্যক্তি বিশেষের প্রতি পক্ষপাত, বন্ধুত্ব করণ ইচ্ছা, এবং সকলের প্রতি স্নেহ।

ক্ষুদ্রতা—অপ্রণয়ী, স্নেহ শূন্য, অধিক আলাপন বা বন্ধুতা করিতে অনিচ্ছ, আর তাহাদের নিমিত্ত অধিক ক্ষতি স্বীকার করে না।

অধিকতা—আলাপ করিতে ব্যগ্র এবং তৎপর হয়, আর বন্ধুত্ব কখন ভঞ্জন করে না, এবং অত্যন্ত সভ্য হয়।

নিন্দনীয়তা—কোন বন্ধুর বা আত্মীয় ব্যক্তির লোকান্তর হইলে অধিক খেদান্বিত হওন, আর নির্গুণ মনুষ্যকে সম্মান করণ, ও বহু জাতি কিম্বা বহু ব্যক্তির সহিত একত্র হওন বা একত্র করণ ইচ্ছা।

৫। বিপদভঞ্জনপ্রবৃত্তি।

বন্ধুত্বপ্রবৃত্তির পার্শ্বে এবং রতিপ্রবৃত্তির উপরি ভাগে এই ইন্দ্রিয় স্থিতিমান আছে।

মূলক্রিয়া—শরীর, বিষয়, এবং মনস্থ অপকার, বিপদ, এবং বিপরীত উক্তি হইতে রক্ষা করণ।

ক্ষুদ্রতা—নির্ব্বিরোধী, অসাহসী, ভীত, শত্রুর সহিত আপত্তি না করিয়া বরং স্মরণাপন্ন হয়।

অধিকতা—ধারণাক্ষম, সাহসী, এবং আপত্তি

করিতে পরাক্রান্ত, বিবাদ ঘটাইতে বা প্রতিবন্ধক হইতে আকাঙ্ক্ষী এবং বাদানুবাদী হয়।

নিন্দনীয়তা—বিবাদী হইতে, আদালতে মোকর্দ্দমা করিতে ইচ্ছা, এবং বিপদে আহ্লাদিত হওন। তেজস্বী, যুদ্ধেচ্ছুক, ও কলহপ্রিয়।

আমাদিগের দেশস্থ ব্যক্তির এই ইন্দ্রিয় অত্যল্প আছে।

৬। নাশকপ্রবৃত্তি।

কর্ণের ছিদ্রের ঠিক উপরি ভাগে এই ইন্দ্রিয় স্থিতিমান আছে।

মূলক্রিয়া—পরাজয় করিবার বাঞ্ছা, হিংসক জীব নাশ করিবার ইচ্ছা, এবং ভক্ষণ জন্য জীব হত্যা করা।

ক্ষুদ্রতা—কোন ব্যক্তির যাতনা দেখিতে পারে না, বা কাহাকে যাতনা দেয় না, আর অপচয় করিতে মানস হয় না।

অধিকতা—সর্ব্বদা ভয় সন্দর্শন করায়, আঘাত করে, বা নাশ করে। তেজস্বী, বিরোধী।

নিন্দনীয়তা—শপথ, অনর্থ জীব হিংসা ও নিষ্ঠুরতা, অশাম্য প্রতিহিংসা, ক্রোধ, বাক্য এবং

ব্যবহার অন্যায় পটুতা, আর জীব হত্যা করিতে বাঞ্ছা।

৬ ক। খাদ্যপ্রবৃত্তি।

কর্ণের সম্মুখে যে স্থানকে রগ বলা যায় সেই স্থানে এই ইন্দ্রিয় বর্ত্তমান আছে।

মূলক্রিয়া—শরীর ধারণ জন্য ভোজনেচ্ছা, আর খাদ্য দ্রব্য বিবেচনা করিয়া গ্রহণ করা।

ক্ষুদ্রতা—পরিমিতাহারী, সুখাদ্যভক্ষক, আর ভক্ষণ ও পানে মাধুর্য্য এবং মন্দাগ্নিযুক্ত।

অধিকতা—স্বচ্ছন্দভোগী, অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত, এবং ভোজন করিতে আহ্লাদিত।

নিন্দনীয়তা—বহুভোক্তা, এক২ মাদক দ্রব্য ব্যবহারকারী, আর ভক্ষণ করণে বা পান করণে বা ধূম সেবনে আলস্য হীন।

প্রাণপ্রবৃত্তি

মস্তিষ্কের অধোভাগে এই ইন্দ্রিয় বর্ত্তমান আছে, জীবিত মানে ইহার সন্দর্শন হয় না।

মূলক্রিয়া—জীবিতাবস্থায় কালযাপন করণে ইচ্ছা, বা স্বাভাবিক আত্ম রক্ষা করণে ইচ্ছা।

ক্ষুদ্রতা—অমর হইতে ঘৃণা করে, জীবিতে বা

মরণে অযত্ন করে, আর ক্লেশাবস্থা হইলে মরিতে ইচ্ছা করে।

অধিকতা—অশেষ ক্লেশ বিশিষ্ট হইলেও পঞ্চত্ব পাইবার অনিচ্ছা, আর ভবিষ্যতে জীবিত থাকিতে দৃঢতর আশা।

নিন্দনীয়তা—বিনাশ হইতে অত্যন্ত ভয় পায়, এবং ইহাতে এক প্রকার বায়ু রোগগ্রস্ত করিতে পারে।

৭। গোপনপ্রবৃত্তি।

নাশকপ্রবৃত্তির উপরি ভাগে বিপদভঞ্জনপ্রবৃত্তির সম্মুখে এই ইন্দ্রিয় স্থিতিমান আছে।

মূলক্রিয়া—গোপন রাখিবার বাঞ্ছা ও ক্ষমতা, এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয় সকলের প্রাদুর্ভাবের দমন কারী।

ক্ষুদ্রতা—সরল ও নির্ম্মল, বা প্রতারকের অধীন হয়, এবং যে রূপ মনে উদয় হয় সেইরূপই কথায় প্রকাশ করে, ও যে রূপ বোধ করে সেইরূপ কর্ম্মও করে, অর্থাৎ আন্তরিক বা বাহ্যিক সমান ভাব হয়।

অধিকতা—দ্ব্যর্থবক্তা হয়, কল্পনা সকল অপ্র-

কাশ করে, তুষ্টতাপূর্ব্বক মনের মানস সকল পূর্ণ করে, প্রবঞ্চনা করিতে তৎপর হয়।

নিন্দনীয়তা—কাল্পনিক ব্যবহারী, মিথ্যাবাদী, প্রতারক, শঠ, বিশ্বাসঘাতক, আর অপ্রত্যয়ী ইত্যাদি।

আমাদিগের দেশস্থ ব্যক্তি সকলের এই ইন্দ্রিয় প্রবল আছে।

৮। উপার্জ্জনপ্রবৃত্তি।

গোপনপ্রবৃত্তির অগ্রোপরি ভাগে এই ইন্দ্রিয় বর্ত্তমান আছে।

মূলক্রিয়া—বিষয় উপার্জ্জন এবং ভোগ দখল করিবার বা সঞ্চয় করিবার ইচ্ছা।

ক্ষুদ্রতা—অপব্যয় করে, দ্রব্যের মূল্য অবহেলা করে, বা বৃদ্ধাবস্থার ও পীড়িতাবস্থার নিমিত্তে উপায় করিতে হেয়জ্ঞান করে।

অধিকতা—ধনোপার্জ্জন করিতে অশ্রান্ত. সকল বিষয়ে পরিমিত ও নিয়মিত ব্যয়ী।

নিন্দনীয়তা—কোন সম্পত্তি বা ধনোপার্জ্জনে অপরিমিতাকাঙ্ক্ষা। অধম লোভী, কৃপণ, অপহারী ইত্যাদি।

৯। নির্ম্মাণপ্রবৃত্তি।

উপার্জ্জনপ্রবৃত্তির অগ্রে খাদ্যপ্রবৃত্তির পার্শ্বে এই ইন্দ্রিয় বর্ত্তমান আছে।

মূলক্রিয়া—নির্ম্মাণ করিবার বাঞ্ছা, শিল্প কর্ম্মে পটুতা, ও কোন প্রকার যন্ত্র গঠন করিতে নিপুণতা।

ক্ষুদ্রতা—কোন প্রকার অস্ত্রশস্ত্রাদি বা আধান পাত্র কুৎসিত বা অসভ্যতা রূপে অব্যবসায়ীর ন্যায় ব্যবহার বা নির্ম্মাণ করে, শিল্প যন্ত্র সম্বন্ধীয় কর্ম্মকারী হইতে ঘৃণা করে।

অধিকতা—শিল্প যন্ত্র সম্বন্ধীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে বা কোন বস্তু নির্ম্মাণ করিতে অধিক শারীরিক পরিশ্রম করে, এবং চিত্রকারী, খোদকারী, যন্ত্র নির্ম্মাতা বা গৃহাদি নির্ম্মাতা, ইত্যাদি কর্ম্মের যে কর্ম্মী সেই সকল ব্যবসায়ীদের এই ইন্দ্রিয় অত্যাবশ্যক।

নিন্দনীয়তা—আঘাত করিতে বা বিনাশ করিতে কোন প্রকার অস্ত্র নির্ম্মাণ করণ, এমত কোন অস্ত্র বা যন্ত্র গঠন করণ যাহাতে হানি হইতে পারে।

২। চিন্তাইন্দ্রিয়ের বিবরণ।

এই সকল ইন্দ্রিয় ইচ্ছাইন্দ্রিয়ের সহিত একত্র হইলে এক প্রকার মনের উদ্বেগ বা চৈতন্যের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার মধ্যে কতক গুলিন মনুষ্যেতে ও অন্যান্য জীবেতে স্থিতিমান আছে, এবং কতকগুলি কেবল স্বতন্ত্র রূপে মনুষ্যেতে আছে, একারণ চিন্তাইন্দ্রিয়কে নীচ ও মহৎ বলা যায়।

যে সকল চিন্তাইন্দ্রিয় মনুষ্যেতে ও অন্যান্য জীবেতে আছে তাহার বিবরণ।

১০। আত্মাদরপ্রবৃত্তি।

স্বস্থানানুগতপ্রবৃত্তির উপরি ভাগে যে স্থানে শিখা থাকে সেই স্থানে এই ইন্দ্রিয় স্থিতিমান আছে।

মূলক্রিয়া—আত্ম মান্য করা, আত্ম স্বাধীনতা এবং স্ববশীভূত রাখিতে বাঞ্ছা করা, আর মর্য্যাদা, গৌরব, বা সম্মান সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করা।

ক্ষুদ্রতা—স্বয়ং অযোগ্য ও নীচ বোধ করে, অনভিমানী, মর্য্যাদায় এবং ভারিত্বে অভাব হয়।

অধিকতা—খ্যাত্যাপন্ন হইতে গুরুতর চেষ্টা করে, মর্য্যাদাবন্ত ও অহঙ্কারী, স্বয়ং আবদ্ধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, আর শাসন করিতে বা অধ্যক্ষতা করিতে ইচ্ছা করে।

নিন্দনীয়তা—আত্মশ্লাঘা, স্বার্থপরতা, আত্মমত সংস্থাপনের নিশ্চয়, ও গর্ব্বিতা। কুলীনাভিমান এবং প্রজার প্রভুত্ব বাঞ্ছা করণ।

১১। আত্মযশপ্রবৃত্তি।

আত্মাদরপ্রবৃত্তির দুই পার্শ্বে বন্ধুত্বপ্রবৃত্তির উপরি ভাগে এই ইন্দ্রিয় বর্ত্তমান আছে।

মূলক্রিয়া—অন্যের সহিত তুল্য হইবার বাসনা, যশ উপার্জ্জন করিবার ও শ্রেষ্ঠ হইবার ইচ্ছা। কোন ব্যক্তির স্বাভাবিক গুণ জন্য সম্মান করণ।

ক্ষুদ্রতা—অন্যের পরামর্শ অগ্রাহ্য করণ, মিষ্ট বাক্য কহিতে ও সৌজন্য করিতে না জানা। পরের ধারা, ব্যবহার, এবং সভ্যতা ঘৃণা করণ।

অধিকতা—ব্যাপিত হইতে বাঞ্ছা, প্রশংসা ও নিন্দার জ্ঞান, প্রশংসা ও উপাসনা করণ স্বভাব। বৃথাভিমান, এবং সুশীলতা।

নিন্দনীয়তা—হিংসা করণ, উপাধি ও প্রধা-

নত্বের বাঞ্ছা করণ, স্বগুণ প্রকাশ করণ, অত্যন্ত সমাদর করণ।

১২। সতর্কতাপ্রবৃত্তি।

আত্মযশপ্রবৃত্তির পার্শ্বে বন্ধুত্বপ্রবৃত্তির সম্মুখে এই ইন্দ্রিয় স্থিতিমান আছে।

মূলক্রিয়া—পূর্ব্ব সাবধান হওন, বিপদ বিরুদ্ধে অগ্রে সাবধান হওন, সন্দেহ করণ, ভয় করণ।

ক্ষুদ্রতা—অসাবধানতা, হঠাৎ বিপত্তি ঘটনা, অস্থিরতা ও অপরিণামদর্শিতা। দুঃসাহস এবং অবিমৃষ্যকারিতা।

অধিকতা—সন্দেহ বা আশঙ্কা করণ, সাবধান হওন। বহুদর্শিতা ও সর্ব্ব বিষয়ে মনোযোগ, বিপদ ঘটিবার অগ্রে জানিতে পারা, সদা অস্থিরতা ও অনিশ্চয়।

নিন্দনীয়তা—অত্যন্ত ভীরু স্বভাব, মিথ্যা ভয়ে অত্যন্ত ভাবিত হওন, ম্লানি, ও ভরসাহীনতা।

আমাদিগের দেশস্থ ব্যক্তির এই ইন্দ্রিয় অধিক প্রবল আছে।

১৩। দয়াপ্রবৃত্তি।

ব্রহ্মরন্ধ্রের সম্মুখে এই ইন্দ্রিয় স্থিতিমান আছে।

মূলক্রিয়া—মনুষ্য জাতিকে সুখী করিবার ইচ্ছা, সাধারণ দাতব্যতা, সরলান্তঃকরণ। উপকার ও দয়া প্রকাশ করণ।

ক্ষুদ্রতা—স্বার্থের নিমিত্তে কার্য্যে প্রবৃত্তি, দাতব্য করিতে না জানা, পর দুঃখ মোচন করিতে কঠিনান্তঃকরণ, এবং সর্ব্ব লোকের প্রতি ঘৃণা।

অধিকতা—নিঃস্বাথতা, দয়া প্রকাশ, দাতৃত্ব, দুঃখিতের প্রতি স্নেহ, অপরিচিত ব্যক্তির প্রতি মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা, আতিথ্য প্রকাশ করণ।

নিন্দনীয়তা—দয়ার নিমিত্ত অপর্য্যাপ্ত ব্যয়, অপব্যয় ও একাদিক্রমিক দান করণ, মিথ্যা দুঃখান্বিত ইতিহাস শ্রবণে বিশ্বাস করণ।

যে সকল চিন্তাইন্দ্রিয় কেবল মনুষ্যেতে আছে তাহার বিবরণ।

১৪। ভক্তিপ্রবৃত্তি।

ব্রহ্মরন্ধ্রেতে এই ইন্দ্রিয় বর্ত্তমান আছে।

মূলক্রিয়া—গুরুতর বা মান্য ব্যক্তির প্রতি সমাদর করণ, নম্রতা হওন, বা মান্য করণ।

ক্ষুদ্রতা—কোন স্থাপিত বা নিয়মিত রীতি বা

আহ্নিকাদি ধর্ম্ম কর্ম্মের প্রতি স্বল্প মান্য করণ, কার্কশ্য, অবাধ্যতা ও রাজ বিরুদ্ধাচার।

অধিকতা—যে সকল ব্যক্তির উপাধি বা বয়-আধিক্য এবং প্রধান গুণ আছে তাহাদিগের মান্য করণ, পরমেশ্বরের অর্চ্চনা করিতে সদা রত থাকা।

নিন্দনীয়তা—কল্পিত ধর্ম্ম উপাসনা করণ, অবিবেচনা পূর্ব্বক কোন মতে ব্যগ্র হওন, ক্ষমতা-পন্ন ব্যক্তির নিকট অধমতা ও অধীনতা স্বীকার করণ।

বালকদিগের এই ইন্দ্রিয় স্থান নিম্ন থাকাতে অবাধ্য হয়, এমত অনেক দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে।

১৫। দৃঢ়তাপ্রবৃত্তি।

ব্রহ্মরন্ধ্রের পশ্চাদ্ভাগে আত্মাদরপ্রবৃ র সম্মুখে এই ইন্দ্রিয় বর্ত্তমান আছে।

মূলক্রিয়া—মনস্থের নিশ্চিতত্ব, অবিরত চেষ্টা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, নির্দ্ধারণ স্বভাব।

ক্ষুদ্রতা—ভরসা যোগ্য নহে, মনস্থ পরিবর্ত্তন করে, অক্লেশে মনস্থ রোধকরে, অপ্রবীণ হয়।

অধিকতা—স্থির স্বভাব, মনস্থ ও বাসনা ত্যাগ করিতে অনিচ্ছু, দৃঢ় এবং কাঠিন্য প্রতিজ্ঞা।

নিন্দনীয়তা—অবশীভূততা, নির্ব্বোধতা, অন্যের নিষেধ অগ্রাহ্য করণ ইত্যাদি।

১৬। হিতাহিতবিবেচনাপ্রবৃত্তি।

দৃঢ়তাপ্রবৃত্তির দুই পার্শ্বে আত্মযশপ্রবৃত্তির সম্মুখে এই ইন্দ্রিয় বর্ত্তমান আছে।

মূলক্রিয়া—বিনীতস্বভাব, যথার্থাযথার্থ বোধ, সংপ্রকৃতি, সুনীতির যোগ্যতা ও মিল জ্ঞানগোচর করণ।

ক্ষুদ্রতা—দুষ্কর্ম্মের কারণ অত্যংপ খেদ ও অনুতাপ করণ। সুনীতি বা ধর্ম্ম বা কর্ত্তব্য কর্ম্মের প্রতি সামান্য মান্য করণ।

অধিকতা—কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে কর্ত্তব্য কি না ইহা বিবেচনা করণ, মহত্ত্ব ও যাথার্থিকতা। সত্যতা, ধর্ম্ম প্রতিপালন, নৈষ্ঠিকতা, এবং শ্রদ্ধা এই সকল বিষয়ে মনোযোগী হওন।

নিন্দনীয়তা—কর্ত্তব্য কর্ম্মে সামান্য ভ্রান্তি হইলে অত্যন্ত খেদ করণ।

১৭। প্রত্যাশাপ্রবৃত্তি।

ব্রহ্মরন্ধ্রের দুই পার্শ্বে বিবেচনাপ্রবৃত্তির সম্মুখে এই ইন্দ্রিয় স্থিতিমান আছে।

মূলক্রিয়া—অগ্রে আশা করণ, ভবিষ্যতে সুখ ও সকল ভরসা করণ, ভরসাযুক্ত হওন।

ক্ষুদ্রতা—সহজে অসাহসী, ম্রিয়মাণ, ও নিরাশ হওন, অধিক উদ্যোগ বা চিন্তা না করণ।

অধিকতা—উল্লাসিত ও প্রফুল্ল হওয়া, ভবিষ্যতে কি না হবে এমত বিশ্বাস করণ, ভবিষ্যৎ সুখ চিন্তায় মগ্ন হইয়া বর্ত্তমান ক্লেশ ভুলিয়া থাকা।

নিন্দনীয়তা—মিথ্যা আশা, ভবিষ্যতে বিশ্বাস, জুয়া খেলা, কুমনস্থ করিতে প্রবৃত্তি, মনেং নানা প্রকার বিষয় কম্পনা করিয়া চিন্তা করণ, অসম্ভব চিন্তা।

১৮। আশ্চর্য্যপ্রবৃত্তি।

অনুকরণপ্রবৃত্তির* পার্শ্বে এবং প্রত্যাশাপ্রবৃত্তির সম্মুখে এই ইন্দ্রিয় বর্ত্তমান আছে।

মূলক্রিয়া—অদ্ভুত, নূতন, চমৎকার, মনোহর, ও অসাধারণ বিষয়ে বিশ্বাস করণ।

ক্ষুদ্রতা—কোন অসম্ভব বিষয়ে অপ্রত্যয়, প্রত্যয় করিবার পূর্ব্বে প্রমাণ দর্শন, কোন বিষয়ে

---

* ৩৭ পত্রে অনুকরণপ্রবৃত্তির স্থান দৃষ্টি করুন।

বিশেষ প্রমাণ দর্শাইলে সত্য বোধ করণ, তাবৎ আশ্চর্য্য বিষয়ে সন্দেহ করণ।

অধিকতা—অসম্ভব চিহ্ন, উপদেবতা, ও শুভ দিবস বিশ্বাস করণ, ভয়ানক কথোপকথন বৃদ্ধি করণ ইত্যাদি।

নিন্দনীয়তা—অদ্ভুত পদার্থ বা কর্ম্ম, যাদুগিরি, উপদেবতা, ও অজ্ঞাত শাস্ত্র এই সকল অজ্ঞান পূর্ব্বক মান্য করণ। নূতন বর্ত্তমান চলিত ব্যবহার বা যুক্তিসিদ্ধ বিদ্যার বৃদ্ধি অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষা করণ।

১৯। কবিতাশক্তি বা সৌন্দর্য্যপ্রবৃত্তি।

উপার্জ্জনপ্রবৃত্তির উপরি ভাগে এবং আশ্চর্য্য প্রবৃত্তির পার্শ্বে এই ইন্দ্রিয় বর্ত্তমান আছে।

মূলক্রিয়া—সৌন্দর্য্য, প্রেমাকর্ষণ, এবং স্বাভাবিক ও কৃত্রিম কবিতাযোগ্য দ্রব্য প্রতি অবলোকন করণ। পূর্ণত্ব, সূক্ষ্মতা, এবং কোমলত্ব ইচ্ছা করণ।

ক্ষুদ্রতা—উত্তম স্বভাব শূন্যতা, কবিতা রচনা বা পাঠ করিতে অনেচ্ছা, নিকৃষ্ট ও সামান্য কর্ম্মে উৎসাহ করিতে পারা।

অধিকতা—ভাবুক, মানসোদ্ভুত বিষয় সকলকে শোধন করণ, কবিতা রচনা করণ, উত্তমতা বাঞ্ছা করণ।

নিন্দনীয়তা—মনের বৃথা উদ্বেগ, জীবনের কর্ত্তব্য ও যথার্থ কর্ম্মে নিযুক্ত না হইয়া মিথ্যা ভাবনা সাগরে মগ্ন হওন।

২০। পরিহাসপ্রবৃত্তি।

আশ্চর্য্যপ্রবৃত্তির ও কবিতাশক্তি বা সৌন্দর্য্য প্রবৃত্তির সম্মুখে এই ইন্দ্রিয় বর্ত্তমান আছে।

মূলক্রিয়া—অমলিন ও বিপরীত ভাব জ্ঞান গোচর করণ, কোন দ্রব্যের এবং গুণের পরস্পর ঐক্য দর্শন।

ক্ষুদ্রতা—পরিহাসজনক বিষয়ে স্বল্প প্রতীতি, কদাচিৎ আপনি কৌতুক করণ বা অন্যে কৌতুক করিলে সুখী হওন। পদার্থের কোন অবস্থা কিম্বা ফল, এই দুই বিষয়ের পরস্পর সম্বন্ধ বা সাদৃশ দেখাইলে ভ্রান্তি জন্মাইতে পারে।

অধিকতা—উপস্থিত মত উত্তর করিবার ক্ষমতা, উপস্থিত বক্তৃতা শক্তি, মনোরঞ্জকতা, ব্যঙ্গকারিতা, এবং হাস্যোৎপাদকতা হয়।

২১। অনুকরণপ্রবৃত্তি।

দয়াপ্রবৃত্তির দুই পার্শ্বে এই ইন্দ্রিয় বর্ত্তমান আছে।

মূলক্রিয়া*—অন্যের চরিত্র, অঙ্গভঙ্গ, ও কর্ম্ম সকলের সদৃশ করণ।

ক্ষুদ্রতা†—নৈপুণ্য রূপে আদর্শ করিতে অক্ষম হয়, স্বভাব ও আচরণ অসাধারণ এবং মূলীভূত হয়।

অধিকতা‡—ছদ্মবেশী, বিদ্রূপী, ও পরিহাসক হইতে পারগ হয়। বেষ্টিত দ্রব্যের ব্যবহার ও রীতি গ্রহণ করে।

নিন্দনীয়তা§—উপহাস জন্য ব্যঙ্গ, বহু রূপ ধারণ, ভাঁড়ামী, এবং বঞ্চনা বা মন্দ করিতে কোন প্রকার বেশ ধারণ করণ।

---

*মূলক্রিয়া, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের মূল কার্য্য বা ইন্দ্রিয়ের যথার্থ কার্য্য।

† ক্ষুদ্রতা অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ক্ষুদ্র হইলে যে প্রকার লক্ষণ হয়।

‡ অধিকতা অর্থাৎ অধিক হইলে যে প্রকার লক্ষণ হয়।

§ নিন্দনীয়তা অর্থাৎ যাহাতে মন্দ কার্য্য উৎপন্ন হয়।

দ্বিতীয় প্রকরণ।

জ্ঞানেন্দ্রিয়।

এই সকল ইন্দ্রিয় মনুষ্যকে ও অন্যান্য জীবকে স্ব২ মনোগত বোধ সকল এবং বাহ্য বস্তু সকল জ্ঞানগোচর করায়, ইহাদের প্রধান কর্ম্ম এই যে বস্তু সকলের স্থায়িত্ব অবগত করায়, এবং তাহাদিগের গুণ ও পরস্পর সম্বন্ধ দর্শাইয়া দেয়। ইহা তিন অংশে বিভক্ত হইয়াছে, বাহ্যইন্দ্রিয়, বোধনইন্দ্রিয়, ও অনুমান ইন্দ্রিয়।

১। বাহ্যইন্দ্রিয়ের বিবরণ।

জ্ঞানী ব্যক্তি সকলে বলিয়া থাকেন যে বাহ্যইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রথম অনুভব আমাদিগের মনোগত হয়, ইত্যনুসারে বাহ্যইন্দ্রিয় সকল পূর্ণ হইলে মনের ইন্দ্রিয় সকল পূর্ণ হয়, কিন্তু ইহা সত্য নহে, কারণ অনেকানেক জীবের বাহ্যইন্দ্রিয় মনুষ্য হইতে অধিক পূর্ণ ও স্বকর্ম্মান্বিত তথাচ তাহাদিগের বুদ্ধি মনুষ্য হইতে অধিক নহে। অনেকে দর্শন করিয়া থাকিবেন যে জন্মান্ধ ও বধির ব্যক্তি কোন প্রকার উপদেশ না পাইয়া তাঁহাদের বাল্যা-

বস্থা অবধি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া অক্লেশে নির্ব্বাহ করে।

বাহ্যইন্দ্রিয় সকল কেবল যন্ত্রের ন্যায়, যদ্দ্বারা বাহ্য বস্তুর গঠন অন্তরস্থ হইয়া মনঃইন্দ্রিয় সকলের অনুধাবন করায়, তাহারা বাহ্যবস্তুর স্থায়িত্ব, বা গুণ এবং সম্বন্ধ জানিতে পারে না, যেমন চক্ষু বর্ণ নির্ণয় করিতে পারে না, কর্ণ কখন স্বর বোধ করিতে বা উৎপত্তি করিতে বা কোন কথার রচনা করিতে পারে না, নাসিকা সৌরভেতে স্থান স্মরণ রাখিতে পারেনা, অথবা স্পর্শ পশু পক্ষী প্রভৃতিকে স্বাভাবিক শ্রম করাইতে বা মনুষ্যকে শিল্প কর্ম্মে রত করাইতে পারে না।

বাহ্য যন্ত্রের * দ্বারা ক্ষমতা উপার্জ্জন হয়, এই অনুভব মিথ্যা, কারণ অনেক জীবেরি বাহ্য অঙ্গ আছে সে সকল ভিন্ন২ কর্ম্ম করিবার নিমিত্তে সৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের স্বীয়২ কর্ম্মের কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না, যেমন বানরের হস্ত আছে যদ্দ্বারা অগ্নিতে কাষ্ঠ সংযোগ

---

* হস্ত পদ নখ দন্ত প্রভৃতিকে বাহ্য যন্ত্র বলা যায়।

করিলে শীত দূরীভূত করিতে পারে কিন্তু তাহা দিগের এত অধিক জ্ঞান নাই। কীট পতঙ্গাদি এবং কোন২ মৎস্যাদি সকলের স্পর্শ করিবার অধিক উত্তম যন্ত্র সকল আছে তথাচ তাহাদের ক্ষেত্র-তত্ত্বের কিছুই বোধ নাই।

বাহ্য যন্ত্র সকল এক প্রকার থাকিয়াও ভিন্ন কার্য্য করে, যেমন খরগোষের ও শশকের এক প্রকার চরণ থাকিলেও খরগোষ কেবল মাঠ মধ্যে বসতি করে, এবং শশক গর্ত্ত মধ্যে স্থিতি করে, এবং অন্যান্য পশু সকলের ভিন্ন২ যন্ত্র থাকিলেও এক প্রকার কার্য্য করে, যেমন হস্তির শুণ্ড মনুষ্য ও বানরের হস্তের ন্যায় কার্য্য করে। বানরের হস্ত কাঠবিড়াল ও শুকপক্ষির চরণ অত্যন্ত অতুল্য কিন্তু এইসকল যন্ত্রের দ্বারা ইহারা সকলেই খাদ্য দ্রব্য ধারণ করিয়া ভক্ষণ করে। ফলতঃ যদিস্যাৎ মনুষ্যের হস্ত হইতেই শিল্প কর্ম্ম উৎপত্তি হয় তবে কি কারণে চিত্রকারী, খোদকারী, ও অন্যান্য কর্ম্ম-করিরা তাঁহাদের মনঃ ত্যক্ত বা ক্লান্ত হইলে হস্ত হইতে স্বীয়২ কর্ম্ম করিবার যন্ত্র ক্ষেপণ করে? আর কি প্রকারেইবা মনুষ্যেরা পঙ্গু বা অনম্য হস্ত

দ্বারা চমৎকার এবং উৎকৃষ্ট কর্ম্ম উৎপত্তি করে? এবং কোন্ ব্যক্তি হস্তের গঠন সন্দর্শন করিয়া শিল্পকর্ম্মের পারগতা নির্দ্ধারণ করিতে পারে?

বাহ্য যন্ত্র সকল অত্যন্ত আবশ্যক ও ব্যবহার যোগ্য, ইহাদের সহিত অন্তরস্থ গুণ সকলের সম্বন্ধ আছে। বাহ্য যন্ত্র ব্যতিরেকে অন্তরস্থ গুণ সকলের ক্রিয়া প্রকাশ হয় না, যথা মাংসাহারী জন্তু সকল তাহাদের স্বীয়২ দন্ত ও নখাঘাত ব্যতিরেকে নাশ করিতে পারে না, কিন্তু ঐ নাশ করিবার ইচ্ছা মনঃ হইতে উদয় হয়, একারণ বাহ্যযন্ত্র সকল অন্তরস্থ বাঞ্ছা সকলের কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত হইয়াছে।

বাহ্যইন্দ্রিয় সকল সর্ব্বদা অন্তরস্থ ইন্দ্রিয়ের সহিত কেবল যন্ত্রের ন্যায় নিযুক্ত হওয়াতে তাহাদের ক্রিয়া সকল দ্বিভাগ হইয়াছে, বিলম্বন ও অবিলম্বন। বিলম্বন ক্রিয়া মস্তিষ্কের সাহায্য ব্যতিরেকে কেবল বাহ্যইন্দ্রিয় দ্বারা নিষ্পন্ন হইতে পারে না, কিন্তু অবিলম্বন ক্রিয়া কেবল বাহ্যইন্দ্রিয় দ্বারাই নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।

বাহ্যইন্দ্রিয় সকল এমত নৈকট্য ভাবে অন্তরস্থ

ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে যে তাহাদের বিশেষ ক্রিয়া বা অবিলম্বন ক্রিয়া চিহ্ন করিয়া ব্যক্ত করা অত্যন্ত কঠিন। ইহাদের মধ্যম ক্রিয়ার জন্য ঐ মত নৈকট্য ভাবে সংযুক্ত হওয়া আবশ্যক, যেমন স্থানপরিবর্ত্তনশিরা ও স্পর্শশিরা অন্তরস্থ ইন্দ্রিয় সকলকে সাহায্য করে, সুতরাং মস্তকে স্থিত সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত আছে।

তথাচ মনতত্ত্বজ্ঞ মহাশয়েরা অবিলম্বিত বাহ্য-ইন্দ্রিয় এবং প্রধান অন্তরস্থইন্দ্রিয় সকল বিশেষ-রূপে ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহারা অবশ্য স্মরণ রাখিবেন যে প্রত্যেক বাহ্যইন্দ্রিয় কেবল এক প্রকার অবিলম্বন ক্রিয়া নির্ব্বাহ করে, প্রত্যেকের বিশেষ২ শক্তি আছে, এবং প্রত্যেকের ক্রিয়া তাহার নিরূপিত ইন্দ্রিয়াবস্থানুসারে ও কতকগুলিন নিশ্চিত নিয়মানুসারে প্রকাশ হয়। ইন্দ্রিয় পরিপক্ব হইলে তাহাদের ক্রিয়া সকলও পরিপক্ব হয়, এবং ইন্দ্রিয় পীড়িত হইলে ক্রিয়া সকলও তদনুরূপে পূর্ব্ব চালনা থাকিলেও বিশৃ-ঙ্খল হয়।

বাহ্যইন্দ্রিয় সকলের পরস্পর সংশোধনের বিব-

রণ অধিক কথিত হইল, কিন্তু ইহাতে এমত বুঝায় না যে কোন বাহ্যইন্দ্রিয় অন্য বাহ্যইন্দ্রিয় হইতে স্বীয় ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিবার শক্তি উপার্জ্জন করে। জ্ঞানী ব্যক্তিরা বলিয়া থাকেন যে এক যষ্টি জল-মগ্ন করিলে বক্র রূপে দৃষ্টি গোচর হয়, সত্য, পরন্তু স্পর্শ দ্বারা সরল বোধ হয়। কিন্তু মন দ্বারা বিপ-রীত জানিয়াও চক্ষু দ্বারা যষ্টিকে বক্র বোধ করিবে, যেহেতু জল মধ্যে ঋজু রেখার বক্র হইবার কারণ না জানিলে তাহা বুঝিতে পারা যায় না। প্রত্যেক বাহ্যইন্দ্রিয় অন্য বাহ্যইন্দ্রিয়ের বোধ উৎপত্তি করাইতে পারে না, বা অন্যের অধিকৃত বস্তু আমা-দিগকে জ্ঞাত করাইতে পারে না, বা বাহ্য বস্তুর অন্য গুণ পরিচিত করাইতে পারে না, কিন্তু ইহাদের পরস্পর সংশোধন ক্ষমতা আছে ইহা অবশ্য স্বীকার করিব। এই প্রকারে চক্ষুঃ স্পর্শ সংশোধন করিতে পারে, এবং স্পর্শ চক্ষুঃ সংশো-ধন করিতে পারে। যদিস্যাৎ অন্য কেহ আমাদের অজ্ঞানাবস্থায় এক খণ্ড পাতলা কাগজ আমা-দিগের দুই অঙ্গুলীর মধ্যে রাখে, তবে আমরা স্পর্শ দ্বারা বোধ করিতে অক্ষম হইব এমত

হইতে পারে, কিন্তু পরে ইহাকে সন্দর্শন করিব। অনেক তরল দ্রব্য জলের ন্যায় বোধ হয়, এবং দর্শন বা ত্বগিন্দ্রিয় ইহাদিগকে নির্ণয় করিতেঅসমর্থ হয়, কিন্তু ঘ্রাণ বা রসন ইন্দ্রিয় ইহাদের গুপ্ত প্রভেদ এক কালে ব্যক্ত করে। এই প্রকারে যত অধিক বাহ্যইন্দ্রিয়ের বিশেষ২ চিহ্ন বোধ করিবার স্বীয়২ ক্ষমতা আছে, তত অধিক পরস্পরের সংশোধন হয়, তন্নিমিত্তে বাহ্য বস্তু সূক্ষ্ম রূপে অবগত হইবার জন্য সকল বাহ্যইন্দ্রিয়ের সাহায্য দ্বারা তাহাদের পরীক্ষা করিবে, কারণ যে গুণ একের গোচর না হয় সে অবিলম্বেই অন্যের গোচর হয়।

ত্বগিন্দ্রিয়।

সকল বাহ্যইন্দ্রিয় অপেক্ষা ইহা বৃহৎ, কারণ কেবল শরীরের উপরি ভাগে আছে এমত নহে, ভিতরেও আছে অর্থাৎ নাড়ী ভুঁড়িতেও আছে। ইহার দ্বারা স্ফূর্ত্তি ও ক্লেশ, শুষ্কতা ও সরসতা, এবং বায়ু অবস্থারও বোধ হয়। আর অন্তরস্থ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ইহার অন্যান্য কার্য্য সকলের বোধ জন্মায়।

রসনেন্দ্রিয়।

এই ইন্দ্রিয় দ্বারা কেবল আস্বাদন বোধ হয়। খাদ্য দ্রব্য দ্বারা দেহের ধারণ ও বৃদ্ধি হয় তন্নিমিত্ত এই ইন্দ্রিয় অত্যন্ত আবশ্যক।

ঘ্রণেন্দ্রিয়।

এই ইন্দ্রিয় দ্বারা সৌরভ বোধ হয়, ইহার অন্যান্য কার্য্যও আছে, যথা দূর হইতে কোন দ্রব্যের ঘ্রাণের দ্বারা মনুষ্য ও পশু তাহার স্থায়িত্ব জানিতে পারে, আর পশু সকল আপন২ খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ করিতে এবং শত্রু বা মিত্রের নিকট আগমন জানিতে পারে, যথা "পশুর্গন্ধেন পশ্যতি"

শ্রবণেন্দ্রিয়।

এই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শব্দ বোধ হয়, এবং ইহা অন্তরস্থ ইন্দ্রিয় সকলের অধিক উপকারক, বিশেষতঃ কর্ম্মেন্দ্রিয় সকলের উপকার করে।

দর্শনেন্দ্রিয়।

এই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আলোক ও বর্ণ এবং ইহাদের অধিক বা স্বল্প প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, আর মনুষ্য ও পশু পক্ষী দূরস্থ বস্তুও দর্শন করে।

২। বোধন ইন্দ্রিয়ের বিবরণ।

এই সকল ইন্দ্রিয় মনুষ্যকে এবং পশুপক্ষি সকলকে অন্যান্য বস্তুর স্থিতি জ্ঞাত করায়, আর বাহ্য বস্তু সকলের বিশেষ২ স্বাভাবিক গুণ ও পরস্পর বিবিধ সম্বন্ধ বোধ করিবার শক্তি প্রদান করিতে ক্ষমতা আছে।

২২। পার্থক্যবৃত্তি।

ভ্রূ মধ্যস্থ নাসিকা মূলোপরি এই ইন্দ্রিয় স্থিতিমান.আছে।

মুলক্রিয়া—এই সৃষ্টির মধ্যে যে সকল জীব ও বস্তু আছে তাহাদিগকে ভিন্ন২ করিয়া জ্ঞান গোচর করণ।

ক্ষুদ্রতা—ভিন্ন২ করিয়া অবলোকন করণে অসামর্থ্য, পৃথক্২ বিবরণ করিতে বিরক্তি, এবং বিভক্ত করিয়া সারসংগ্রহ করিতে কঠিন বোধ হয়।

অধিকতা—কোন দ্রব্যের স্মরণ ও বোধ ক্ষমতা অধিক হয়, দৃষ্টি করিবা মাত্র ভিন্ন২ বস্তু দেখিতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন বস্তুর অনুসন্ধানাকাঙ্ক্ষী, ও জিজ্ঞাসু হয়।

২৩। আকৃতিবৃত্তি।

নাসিকা মূল পার্শ্বে নয়ন কোণ সমীপে এই ইন্দ্রিয় বর্ত্তমান আছে।

এই স্থান অধিক স্থূল হইলে ইন্দ্রিয়ের প্রবলতা হয়, এবং নয়ন অনিকটবর্ত্তি হয়।

মূলক্রিয়া—সীমা বোধ করণ, কোন দ্রব্যের গঠন বা আকার অবধান করণ।

ক্ষুদ্রতা—জীব সকলের এবং তাহাদের শরীরের ভিন্ন২ স্থানের শ্রেণীপূর্ব্বক সুমিলন জ্ঞাত হইতে অক্ষম হয়, গঠনের অস্পষ্ট বোধ শক্তি হয়।

অধিকতা—যথার্থ গঠন বোধ করিতে পারেন, মনুষ্যের বদন ও দ্রব্যের গঠন অবধান করিতে ও স্মরণ রাখিতে পারেন।

২৪। পরিমাণবৃত্তি।

বর্ণবৃত্তির * উপরি ভাগে ভ্রূ মূল দেশে এই ইন্দ্রিয় বর্ত্তমান আছে।

মূলক্রিয়া—আয়তন, পরিসর, দূরত্ব, ও বৃহত্ত্ব বা ক্ষুদ্রত্ব, এই সকলের সম্বন্ধ জ্ঞান হওন।

---

* ৪৯ পত্রে বর্ণবৃত্তির স্থান দৃষ্টি করুন।

ক্ষুদ্রতা—পরিমাণ বা দূরত্ব যথার্থ রূপে জ্ঞাত হইতে পারে না।

অধিকতা—কোন দ্রব্যের দীর্ঘ প্রস্থ ও উচ্চ অন্তর্গত করিতে পারে, অন্তর্দ্দৃষ্টির দ্বারা ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ জানিতে পারে।

২৫। ভারিত্ববৃত্তি।

পরিমাণবৃত্তির পার্শ্বে এই ইন্দ্রিয় বর্ত্তমান আছে।

মূলক্রিয়া—পৃথিবীর এমত এক শক্তি আছে যদ্দ্বারা সকল দ্রব্যকে আকর্ষণ করে, এবং কোন দ্রব্য বেগ বা শক্তি দ্বারা স্থান পরিবর্ত্তন কালীন অন্য এক দ্রব্যের প্রতি আঘাত করিয়া তাহাকে স্বস্থান হইতে দূরী করণ করে, এই দুই বিষয়ের রীতি জ্ঞানগোচর করণ।

ক্ষুদ্রতা—কোন দ্রব্যের ভারিত্ব ও প্রতিবন্ধ অনুমান করিতে অক্ষম হয়।

অধিকতা—শিল্প যন্ত্র সম্বন্ধীয় শক্তি সকলের আশু স্বাভাবিক জ্ঞান হয়, পরিমাণের তুল্যতা বোধ হয়। নর্ত্তকীর ও রজ্জুপরি নৃত্যকারির আবশ্যক, আর যে সকল মনুষ্য বংশোপরি বা অশ্বোপরি নৃত্য করে তাহাদিগেরও আবশ্যক।

২৬। বর্ণবৃত্তি।

ভারিত্ববৃত্তির পার্শ্বে এই ইন্দ্রিয় স্থিতিমান আছে।

মূলক্রিয়া——বর্ণ, দাগ, ছোব, এবং তাহাদের সম্বন্ধ, এই সকল জানিতে ও স্মরণ রাখিতে পারা।

ক্ষুদ্রতা——কদাচিৎ বর্ণ অবধান করে, বর্ণ নিরীক্ষণ করিতে ও তুল্য করিতে কঠিন বোধ করে।

অধিকতা——বর্ণ তুল্য করিতে, শ্রেণী বদ্ধ করিতে, মিশ্রিত করিতে, স্থান বিশেষে সংযুক্ত করাইতে এবং স্মরণ রাখিতে সুখানুভব করে ও নৈপুণ্য হয়।

২৭। স্থানবৃত্তি।

পার্থক্যবৃত্তির পার্শ্বে এবং পরিমাণবৃত্তির ও ভারিত্ববৃত্তির উপরিভাগে এই ইন্দ্রিয় বর্ত্তমান আছে।

মূলক্রিয়া——বিষয়ের পরস্পর সম্বন্ধ জ্ঞান, স্থানের স্থিতি স্মরণ।

ক্ষুদ্রতা——ভুগোল বিদ্যা ও স্থান জ্ঞান অল্প হয়, স্থান স্মরণ রাখিতে পারে না।

অধিকতা—স্থান স্মরণ রাখিতে অধিক ক্ষমতাপন্ন হয়, এবং দুর্গম ও ভ্রান্তিজনক পথে যাইলে অক্লেশে পুনরাগমন করিতে পারে, ভূগোলবৃত্তান্ত জানিতে ও সুশোভন স্থান দেখিতে ইচ্ছা করে।

২৮। অঙ্কবৃত্তি।

নয়নের বহিষ্কোণের অগ্রোপরি ভাগে এই ইন্দ্রিয় বর্ত্তমান আছে।

মূলক্রিয়া—সংখ্যার সম্বন্ধ জ্ঞাত করণ, সংখ্যা গণন ও হিসাব করণ।

ক্ষুদ্রতা—গণনা বিষয়ে এবং অঙ্ক বিষয়ে অপটু ও স্মরণ হীন হয়, বীজ গণিত বিদ্যা ও ক্ষেত্র পরিমাপক বিদ্যায় অত্যল্প নৈপুণ্য হইতে পারে।

অধিকতা—মনে২ অঙ্ক গণনা করিতে পারে, আর অঙ্ক বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে ক্ষমতাপন্ন হয়

২৯। শ্রেণীবৃত্তি।

বর্ণবৃত্তির ও অঙ্কবৃত্তির মধ্য স্থানে এই ইন্দ্রিয় বর্ত্তমান আছে।

মূলক্রিয়া—দ্রব্যের অবয়বের শ্রেণী পূর্ব্বক স্থাপন ও ভাবের জ্ঞানগোচর করণ।

ক্ষুদ্রতা—কোন দ্রব্য, বা মনস্থ, বা অনুমানের অত্যল্প ধারা বা শৃঙ্খলাপূর্ব্বক স্থাপন করণ।

অধিকতা—ধারানুসারে ও অবিকল রূপে এবং পরিপাটীক্রমে সকল দ্রব্যকে স্ব২ স্থানে রাখে এবং সকলকেই স্থান প্রদান করে।

৩০। ঘটনাবৃত্তি।

পার্থক্যবৃত্তির উপরিভাগে কপাল মধ্যস্থলে এই ইন্দ্রিয় বর্ত্তমান আছে।

মূলক্রিয়া—পূর্ব্ব ঘটনার এবং উপস্থিত ঘটনার স্মরণার্থ জ্ঞান, যেকোন কার্য্যের সম্বন্ধ জ্ঞান হওন।

ক্ষুদ্রতা—দৈবঘটনা ভুলিয়া যায়, কোন ক্রিয়া বা ঘটনা স্মরণ রাখিতে পারে না।

অধিকতা—ঘটনা সকল বিশেষ রূপে স্মরণ রাখিতে পারে, অদ্ভুত ব্যাপার এবং ইতিহাস সম্বলিত ঘটনা নিঃসন্দিগ্ধ রূপে জ্ঞাত থাকে। প্রচুর উপাখ্যান বলিতে বিজ্ঞ হয়। সমাচার জানিতে প্রীতি জন্মে।

৩১। কালবৃত্তি।

ঘটনাবৃত্তির ও স্থানবৃত্তির পার্শ্বে বর্ণবৃত্তির উপরি

ভাগে পরিহাসপ্রবৃত্তির সম্মুখে এই ইন্দ্রিয় বর্ত্তমান আছে।

মূলক্রিয়া—ঘটনার স্থায়িত্ব, অনুক্রম, এবং এককালীন যে সকল ঘটনা হইয়াছে তাহা জ্ঞান গোচর করণ।

ক্ষুদ্রতা—নিরূপিত দিন ও কালের স্মরণ রাখিতে অক্ষম হয়, নির্দ্ধারিত সময়ে আসিতে বা যাইতে অক্ষমতাপন্ন হয়।

অধিকতা—আশু কালের গতির স্বাভাবিক জ্ঞান হয়, সুনৃত্য দেখিলে অত্যন্ত আহ্লাদ জন্মে।

৩২। স্বরবৃত্তি।

পরিহাসপ্রবৃত্তির ও কালবৃত্তির পার্শ্বে এবং অঙ্ক-বৃত্তির ও শ্রেণীবৃত্তির উপরিভাগে এই ইন্দ্রিয় বর্ত্ত-মান আছে।

মূলক্রিয়া—শব্দের ও সুস্বরের সম্বন্ধ জ্ঞাত করণ, সুরের মিলন অবগত করণ।

ক্ষুদ্রতা—সুস্বর যথার্থ রূপে অনুভব করিতে পারে না, নিয়মানুসারে গান করিতে বা বাদ্য করিতে পারে না, কোন উভয় স্বরের ভেদ করিতে অক্ষম।

অধিকতা—কোন্ স্বর কি প্রকার তাহা বিশেষ রূপে স্মরণ রাখিতে পারে, যথার্থ স্বরে গান করিতে পারে, গীত বাদ্য করিতে স্বাভাবিক ক্ষমতাপন্ন হয়।

৩৩। শব্দবৃত্তি।

চক্ষুর কোটরের মধ্যস্থিত যে অধোমুখ অস্থি তাহার পশ্চাতে যে বৃহন্মস্তিষ্কের অংশ তাহাতে এই ইন্দ্রিয় বর্ত্তমান আছে।

উভয় চক্ষু যদি হনুপর্য্যন্ত বাহির হইয়া নিম্ন হয় তবে এই ইন্দ্রিয় অধিক হয়।

মূলক্রিয়া—শব্দ বা শব্দ প্রকাশের চিহ্ন দ্বারা অর্থ বোধ করণ, লিখন দ্বারা মনস্থ বিষয় প্রকাশ করণ।

ক্ষুদ্রতা—কোন ব্যক্তির মুখে কোন কথা শুনিয়া স্মরণ রাখিতে পারে না, অত্যল্প ভাষার অভ্যাস হয়, বক্তৃত্ব করিতে আশঙ্কা করে। অল্প এবং সামান্য কথা ব্যবহার করে।

অধিকতা—বাক্য ব্যবহার করিতে ও রচনা করিতে অধিক ক্ষমতা হয়, অবলীলাক্রমে কথাকহে, অনায়াসেই নানা ভাষা অভ্যাস করিতে পারে।

নিন্দনীয়তা—অতিশয় বাক্য ব্যয় করণ, এবং বাচালতা।

৩। অনুমানইন্দ্রিয়ের বিবরণ।

এই সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা তর্ক বিতর্ক করিতে পারা যায়, আর ইহারা অন্যান্য ইন্দ্রিয় সকলকে স্বীয়২ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম করে।

৩৪। উপমাবৃত্তি।

ঘটনাবৃত্তির উপরিভাগে ও দয়াপ্রবৃত্তির সম্মুখে এই ইন্দ্রিয় স্থিতিমান আছে।

মূলক্রিয়া—মনের মধ্যে যে সকল বিষয় উদয় হয় তাহাদের সাদৃশ্য ও ভাবের সৌন্দর্য্য স্পষ্ট রূপে জ্ঞানগোচর করণ। তুলনা দেওন, দোষ গুণ বিবেচনা করণ ইত্যাদি।

ক্ষুদ্রতা—কোন বিষয়ে উপমা দেখাইতে প্রায় পারে না। সামান্য উপমা দিতে হইলে বহু বাক্য ব্যয় করে, দৃষ্টান্ত দ্বারা উপপত্তি করিতে বড় পারে না। রূপক কথা প্রায় ব্যবহার করে না।

অধিকতা—নানা প্রকার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া কোন কথা বুঝাইয়া দেয়। প্রমাণ বাক্য রূপক করিয়া দর্শাইতে বাঞ্ছা করে। বিবিধ প্রকার সার

অনুমান, বোধ, ও মনের ভাব সকলকে মূর্ত্তিমান করে।

৩৫। হেতুবৃত্তি।*

উপমাবৃত্তির দুই পার্শ্বে এই ইন্দ্রিয় বর্ত্তমান আছে।

মূলক্রিয়া—কি কারণে কোন্ ফল উৎপত্তি হয় তাহার অবধারণ করণ। কোন কর্ম্ম সম্পূর্ণ করিতে উচিত ধারা গ্রহণ করণ, কোন বিষয়ের প্রধান কারণ অনুসন্ধান করণ।

ক্ষুদ্রতা—গাম্ভীর্য্য বিহীন, অশুদ্ধ রূপে তর্ক বিতর্ক করে, জ্ঞান শাস্ত্র অগ্রাহ্য করে, জ্ঞান হীন।

অধিকতা—অনুমান সকল প্রামাণিক ও সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম হয়, সর্ব্ব প্রকার জ্ঞানশাস্ত্রের স্থূল অভ্যাস করিতে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি হয়, ন্যায়শাস্ত্রোক্ত অনুমান তর্ক পূর্ব্বক নির্ণয় করিতে নৈপুণ্য হয়।

---

* যে সকল ইন্দ্রিয় সম্মুখবর্ত্তী ও নয়নগোচর হয় তাহাদিগকে হস্তের দ্বারা স্পর্শ করিবার আবশ্যকতা নাই, কেবল দর্শন করিলেই তাহাদের উন্নতি অধিক কি অল্প বোধ হইতে পারে।

বাহ্য বস্তুর সহিত মনুষ্যের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মিলন।

মনুষ্যের মন ও বাহ্যবস্তু সকল এক কর্ত্তা হইতে উৎপন্ন হওয়াতে উত্তম রূপে পরস্পরের যোগাযোগ হইয়াছে, বিবেচনা কবিলে ইহা জ্ঞাত হওয়া যায়, এবং ইহা সর্ব্বতোভাবে সত্য বোধ হয়। যদি কোন পাঠক মহাশয় মনোনিবেশপূর্ব্বক কোন স্বাভাবিক বস্তু বিবেচনা করেন, তবে প্রথম ইহার স্থায়িত্ব, দ্বিতীয় ইহার আকৃতি, তৃতীয় পরিমাণ, চতুর্থ ইহার ওজন, পঞ্চম স্বস্থান বা অন্য বস্তুর সহিত স্থানের সম্বন্ধ, ষষ্ঠ ইহার অংশের সংখ্যা, সপ্তম অংশের ধারা বা শারীরিক নির্ব্বন্ধ, অষ্টম ইহার ব্যতিক্রম, ... কত কালে ঐ ব্যতিক্রম জন্মে, দশম অন্য বস্তুর সহিত সাদৃশ্য ও ভিন্নতা, একাদশ ইহার যে সকল ব্যতিক্রম হইতে পারে এবং যে সকল ফল দর্শিতে পারে। আর যদি সেই মহাশয় পূর্ব্বোক্ত বিষয় সমুদয়ের এক সংজ্ঞা প্রদান করেন, তবে এমত বোধ হইবে যে তাঁহার ঐ বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান হইয়াছে এবং তিনি অন্যকেও বুঝাইতে পারেন।

উপরি উক্ত ধারানুসারে দর্শনশাস্ত্রেরও শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে। অনেকের উদ্ভিদ্বিদ্যা ও ধাতু নিরূপণ বিদ্যা শিক্ষা করিবার যথেষ্ট স্বাভাবিক বুদ্ধি থাকিলেও ইহা তাঁহাদিগের অসহ্য ক্লেশজনক ও অমনোরঞ্জন জ্ঞান হয়, কারণ অনেকের এমত এক ভ্রম আছে যে ঐ উভয় বিদ্যা বিষয়ক নানা দ্রব্যের নাম ও তাঁহার শ্রেণী বিভাগ জানাই তাহার প্রধান তাৎপর্য্য, কিন্তু ছাত্রদিগকে তাঁহাদিগের স্বীয়২ মনঃ ইন্দ্রিয় সকল জ্ঞাত করাইলে এবং বাহ্য বস্তুর সহিত ঐ ইন্দ্রিয় সকলের নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধের পরীক্ষা দেখাইলে, তাঁহারা এবিষয়ে নিতান্ত আনন্দপূর্ব্বক চিন্তা করিবেন, সুতরাং অক্লেশে শিক্ষা হইবে। কোন বস্তুর জ্ঞান করিতে হইলে প্রথম তাহার স্থায়িত্বে মনোযোগ হয়, পশ্চাৎ পার্থক্যবৃত্তি ঐবস্তুকে তাহার আপন শ্রেণীস্থ করে, আকৃতিবৃত্তি তাহার আকৃতি জ্ঞান করায়, এবং বর্ণবৃত্তি তাহার বর্ণ বোধ করায়। এই রূপে অন্যান্য গুণ সকলের সম্বন্ধ নির্দ্দিষ্ট হয়। শিক্ষক প্রথম ছাত্রদিগকে এই প্রকার শিক্ষা দিয়া পশ্চাৎ বস্তু সকলের নাম, শ্রেণী, বর্ণ, ও জাতি শিক্ষা

করাইবেন, কেননা তদ্দ্বারা তাহাদের কেবল গুণ ও পরস্পর সম্বন্ধ জানাইতে পারিবেন। এই প্রকার শিক্ষা করাইলে ইহার সকল উপকার দর্শিবে। যে ব্যক্তি পূর্ব্বে যে আকৃতি দেখিয়া তাহার অতিশয় সৌন্দর্য্য বা অসৌন্দর্য্য কিছুই বিবেচনা করে নাই, সেই ব্যক্তিই যদি পূর্ব্বোক্ত উপদেশ পায় তবে অবিলম্বে সেই আকৃতির তারতম্য বুঝিয়া আহ্লাদিত হইবে, এবং চালনা দ্বারাই অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের ফল অনুধাবন করিবে। যে ইন্দ্রিয় যত অধিক বৃহৎ হয় তদ্বিষয়ক শিক্ষাতেই তত অধিক আনন্দ হয়, কিন্তু কোন ইন্দ্রিয় স্থান মধ্যম প্রকার উন্নত হইলেও যথেষ্ট শিক্ষা হইতে পারে, অতএব জ্ঞানেন্দ্রিয়ের এইরূপ চালনা জন্য বিদ্যালয়ে গমনাগমনের কোন আবশ্যকতা নাই। যে সকল স্বাভাবিক ও কৃত্রিম বস্তুতে আমাদিগের মনঃশক্তির প্রবৃত্তি জন্মে, তাহা অন্বেষণ করিলে সকল স্থানে প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়, এবং যদ্যপি পাঠক মহাশয় যখন দেশ বা নগর মধ্যে গমনাগমন করেন, তৎকালে পূর্ব্ব কথিতানুসারে তাঁহার নানা প্রকার মনঃশক্তি সতর্কতা রূপে নিযুক্ত করিলে

অগণনীয় আনন্দের সূত্র দেখিতে পাইবেন, অথচ তিনি তখনও তাহাদের যথার্থ নাম ও শ্রেণী জানিতে পারেন নাই।

তৃতীয় খণ্ড।

মনঃ শক্তি সকলের ক্রিয়ার ধারা।

মনঃ শক্তি সকল স্বীয়২ ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া থাকে এবং উপযুক্ত রূপে ক্রিয়াবান্ হইলে উত্তম, উচিত, বা আবশ্যক ক্রিয়া সকল উৎপত্তি করে। অত্যন্ত অধিক প্রবল হইয়া কুপথগামী হইলে নিন্দনীয় হয়, কিন্তু কোন ইন্দ্রিয় ক্ষুদ্র হইলে তাহার শক্তি নিন্দনীয় নহে, যেমন দয়াপ্রবৃত্তি ক্ষুদ্র হইলে নিষ্ঠুর কর্ম্মে মতি হয় না বরং অন্যের দুঃখে ঔদাস্য হয় এবং কর্ত্তব্য কর্ম্মে ত্রুটি হইয়া থাকে, আর যখন এক ইন্দ্রিয় ক্ষুদ্র হয় তখন তাহাহইতে অপর প্রবল ইন্দ্রিয়ের বাধা জন্মিতে পারে না, সুতরাং সেই প্রবল ইন্দ্রিয় হইতে নিন্দিত কার্য্য উৎপন্নহইতে পারে, যেমন উপার্জ্জনপ্রবৃত্তি ও গোপনপ্রবৃত্তি অধিক এবং হিতাহিতবিবেচনা-প্রবৃত্তি ও অনুমান স্বল্প, এই সকল একত্র সংযোগ হইলে চৌর্য্য বৃত্তিতে রত করিতে পারে। বিপদ-ভঞ্জনপ্রবৃত্তি ও নাশকপ্রবৃত্তি অধিক ক্রিয়বান্ এবং ইহাদের সহিত দয়াপ্রবৃত্তি ক্ষুদ্র হইলে নিষ্ঠুর কার্য্য ও কলহ উৎপত্তি করিতে পারে।

প্রত্যেক ইন্দ্রিয় কোন কারণে স্বকর্ম্মান্বিত হইলে বিশেষ প্রকার বোধ উৎপত্তি করে, ইহা তাহাদের স্বাভাবিকাবস্থা হইতে উৎপন্ন হয়, এই বিষয় দ্বিতীয় খণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে। বৃহৎ ইন্দ্রিয় সকল অধিক এবং ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয় সকল অল্প স্বীয় কার্য্য করিতে রত হয়। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের স্বীয়২ ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিবার ক্ষমতা আছে কিন্তু কেহই সীমা অতিক্রম করিতে পারে না, ইহা প্রকাশ্য দেখিতে পাওয়া যাইতেছে এবং ইহাদের মধ্যে কেহ স্বভাবতঃ মন্দ নহে, কারণ তাহা হইলে আমাদিগকে পাপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবার জন্যই সৃষ্টি কর্ত্তা আমাদিগের ইন্দ্রিয় সকল সৃষ্টি করিয়াছেন এমত বলিতে হয়।

ইচ্ছাইন্দ্রিয় ও চিন্তাইন্দ্রিয়াদিকে কেবল বাঞ্ছার দ্বারা অবিলম্বে ক্রিয়াবান্ করা যায় না যেমন আমরা ভয় জন্য, দয়া জন্য, ও ভক্তি জন্য মনোবিকারকে অপ্রকাশিত রাখিবার বাঞ্ছা হইলে তদনুরূপ করিতে পারি না। এই উভয় ইন্দ্রিয়ের শক্তি ইন্দ্রিয় উত্তেজিত হইলেই স্বকর্ম্মান্বিত হয়, এবং প্রত্যেকে যে ইচ্ছা বা মনস্তাপ

দর্শাইয়া দেয়, তাহা আমাদিগের জানিবার ইচ্ছা হউক্ বা না হউক্ অবশ্যই জ্ঞাত হইব। যেমন ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক অর্থাৎ রতিপ্রবৃত্তির ইন্দ্রিয় আন্তরিক কারণ দ্বারা সত্বর হইলে স্বীয় বোধ জন্মাইয়া দেয় এবং এই ইন্দ্রিয় উত্তেজিত হইলে ঐ বোধের বাধা দিতে পারা যায় না। আমাদিগের এমত ক্ষমতা আছে যদ্দ্বারা ইহার ক্রিয়াকে কার্য্য দ্বারা প্রকাশ করিতে বা দমন করিতে পারি, কিন্তু এই ইন্দ্রিয় উত্তেজিত হইলে পর, ইহার বোধকে আমরা ইচ্ছামত অনুভব করিতে বা না করিতে পারি না। সতর্কতাপ্রবৃত্তি, প্রত্যাশাপ্রবৃত্তি, ভক্তি-প্রবৃত্তি এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয় সকলেরও এবম্প্রকার অবস্থা হইয়া থাকে। কোন২ সময়ে আমাদিগের অপর্য্যাপ্ত আশা বা আশঙ্কা অন্তরেতে উদয় হয়, যাহা বাহ্য কারণ দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে এমত আমরা নির্দ্দিষ্ট করিতে পারি না। এই প্রকার বোধ সকল পূর্ব্বোক্ত চিন্তাইন্দ্রিয় সকলের আপন ক্রিয়া হইতেই উৎপন্ন হয়, এবং বোধ হয় ঐ ইন্দ্রিয় সকলের স্বীয়২ স্থানে রক্ত অধিক গমনা গমন হইলেই ঐ সকল ক্রিয়ার উদয় হইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ এই সকল ইন্দ্রিয় আমাদিগের ইচ্ছা ব্যতিরেকেও বাহ্য বস্তু দর্শনেই উত্তেজিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ যে বাহ্য বস্তু দর্শনে যে ইন্দ্রিয় উত্তেজিত হইতে পারে সেই বস্তু দেখিলেই তাহার ক্রিয়া প্রকাশ হয়। কোন দুঃখজনক বিষয় দেখিলে দয়াপ্রবৃত্তি ক্রিয়াবান্ হয় এবং ইহার বিশেষ বোধ সকল উৎপত্তি করে, বিপদজনক বিষয় দেখিলে সতর্কতাপ্রবৃত্তি অবিলম্বেই বিপদাশঙ্কা বোধ করাইয়া দেয়, এবং প্রেমাকর্ষক বিষয় উপস্থিত হইলে সৌন্দর্য্যপ্রবৃত্তি উহার সৌন্দর্য্যের বোধ মনে নিবেশিত করে। এই সমস্ত বিষয়ে কার্য্য করিবার ক্ষমতা বা অক্ষমতা আমাদিগের ইচ্ছাতেই নির্ভর করে, কিন্তু বোধ করিবার ক্ষমতা বা অক্ষমতা এতাদৃশ নহে। শরীরাবস্থা মন্দ হইলে আন্তরিক ও বাহ্য কারণ দ্বারা ইন্দ্রিয়ের যাদৃশ ক্রিয়া হয় শরীরের উৎকৃষ্ট অবস্থায় তদপেক্ষা অধিক উত্তম হইতে পারে।

তৃতীয়তঃ যে সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয় এক্ষণে কহিতেছি আমরা ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে স্পষ্ট রূপে ক্রিয়াবান্ করিতে বা দমন করিয়া রাখিতে

পারি, যদ্যপি সকল বোধনইন্দ্রিয়, ইচ্ছাইন্দ্রিয়ের ও চিন্তাইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক নিরূপিত উত্তেজনা যোগ্য দ্রব্য অন্তরেতে দেখিতে নিযুক্ত হয়, তবে শেষোক্ত ইন্দ্রিয়েরা পূর্ব্ব কথিত প্রকারে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইবে, কিন্তু তত উগ্রতার সহিত নহে যত তাহাদের বাহ্যস্থিত নিরূপিত বস্তু দর্শনে হইতে পারে। এইরূপ অবস্থাতে ইচ্ছাইন্দ্রিয়ের ও চিন্তা-ইন্দ্রিয়ের শক্তি এবং আন্তরিক দর্শনের শক্তি অনুসারে বোধের উল্লাস হয়, যেমন এক দুঃখান্বিত বিষয় অন্তরেতে অনুমান করিলে এবং দয়া-প্রবৃত্তি প্রবল থাকিলে করুণা বোধ হইয়া কখন২ নয়ন নীরে ভাসিত হইবে। যদ্যপি আমরা কবিতা-শক্তি বা সৌন্দর্য্যপ্রবৃত্তির ক্রিয়া দমন করিতে ইচ্ছা করি তবে আমরা কেবল ইচ্ছা করিয়া এই চিন্তাইন্দ্রিয়কে বিশ্রামী করিতে পারি না, কিন্তু যদ্দ্বারা ভক্তিপ্রবৃত্তি, সতর্কতাপ্রবৃত্তি, আত্মাদর-প্রবৃত্তি, বা দয়াপ্রবৃত্তি উত্তেজিত হয়, এমত বিষয় আমরা অন্তরে দর্শন করিলে ঐ সকল ইন্দ্রিয়ই উত্তেজিত হইবে এবং কবিতাশক্তি বা সৌন্দর্য্য-প্রবৃত্তিকে ক্রিয়া রহিত করিবে।

যদ্যপি কোন ইচ্ছাইন্দ্রিয় বা চিন্তাইন্দ্রিয় অন্তরস্থ কারণে অত্যন্ত ক্রিয়াবান্ হয় তবে জ্ঞানেন্দ্রিয় সকলকে ইহার সম্বন্ধীয় বিশেষ২ বস্তু সকল অন্তরে দর্শন করিতে রত করিবে, যেমন সতর্কতাপ্রবৃত্তি অধিক ক্রিয়াবান্ হইলে ভয়ানক বিষয় অন্তরে লক্ষ্য করিয়া আন্তরিক চিন্তা সকলকে চালনা করিবেক, দয়াপ্রবৃত্তি ক্রিয়াবান্ হইলে দুঃখ মোচনের উপায় করিতে মনঃ নিবিষ্ট হইবে, ভক্তিপ্রবৃত্তি অধিক উত্তেজিত হইলে মান্যতা বিষয়ে মনঃ নিযুক্ত হইবে, উপার্জ্জনপ্রবৃত্তি অধিক হইলে উদ্বৃত্ত ও সঞ্চয় করিবার উপায়ে মনঃ রত হইবে। কবিতাশক্তি বা সৌন্দর্য্যপ্রবৃত্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইলে এমত অপূর্ব্ব সুশোভিত স্থান ও বিষয় সকল চিন্তা করিবে যাহা কখন কাহার নয়নগোচর হয় নাই।

ইচ্ছাইন্দ্রিয় ও চিন্তাইন্দ্রিয়ের কোন প্রকার অনুমান কল্পনার ক্ষমতা না থাকাতে এবং তাহাদিগের যে সকল বোধ ও মনস্তাপ উৎপত্তি করিবার ক্ষমতা আছে তাহা স্বেচ্ছাতে অবিলম্বে উত্তেজিত বা পুনরাহূত করিতে অসাধ্য হইবাতে এই সকল ইন্দ্রিয়ের এমত গুণ নাই যে তাহারা

বাহিরে বা অন্তরে দেখিতে, স্মরণ রাখিতে, বা কল্পনা করিতে পারে। তাহাদের কেবল ইচ্ছা ও মনস্তাপ করিবার ক্ষমতা আছে, অর্থাৎ যৎকালে তাহারা স্বকর্ম্মান্বিত হয় তৎকালে এক প্রকার ইচ্ছা ও মনস্তাপ অনুভব করে।

স্পর্শ শিরা ও অন্যান্য বাহ্যইন্দ্রিয়ের শিরার দ্বারা যে বোধ জন্মে তাহাকে "বাহ্যচৈতন্য" বলা যায় কিন্তু ইহা কোন ইন্দ্রিয় নহে।

কেহ২ বলেন যে তাঁহারা স্বেচ্ছাতে মনস্তাপ সকল পুনরাহ্বান করিতে পারেন, কিন্তু ঐ সকল ব্যক্তির অনুকরণপ্রবৃত্তি ও গোপনপ্রবৃত্তি অধিক আছে এবং শরীরাবস্থাও উত্তম, তজ্জন্য এইরূপ বলিতে ক্ষমতাপন্ন হন। বোধ হয় তাঁহারা মনস্তাপ সম্বন্ধীয় বস্তু সকল প্রথমে মনে অনুধাবন করেন তৎপরে মনস্তাপ উৎপন্ন হয়, কিন্তু ইহাকে অবিলম্বে আহ্বান করা বলিতে পারা যায় না।

বোধন ও অনুমানেন্দ্রিয় সকলের ধারা এমত নহে, ইহারা অনুমান কল্পনা করে, সম্বন্ধবোধ করে, ইচ্ছা প্রকাশ করে, এবং যে সকল অন্যইন্দ্রিয় কেবল বোধক্ষম তাহাদের সন্তোষার্থে সাহায্য করে।

"ইচ্ছা" জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কার্য্যের বিশেষ২ ধারা হইতে উৎপন্ন হয় কিন্তু ঐ ধারাকে জানা বা বিবেচনা করা বলা যায় না। জ্ঞানের বিবেচনা বা স্থিরতা হইতে ইচ্ছা উৎপন্ন হইয়া এক প্রকার ক্রিয়া প্রণালী প্রকাশ করে যাহা ইচ্ছাইন্দ্রিয়ের দ্বারা, চিন্তাইন্দ্রিয়ের দ্বারা, ইহাদের উভয়ের একত্র ক্রিয়ার দ্বারা, বা বাহ্য বস্তুর বল দ্বারা ক্রিয়াবান্ হইতে পারে। ইচ্ছাকে মনের অভিপ্রায় বলা যায় না কারণ ইহা এক বা অধিক ইচ্ছাইন্দ্রিয়ের বা চিন্তাইন্দ্রিয়ের প্রবলপ্রবৃত্তি দ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিধি বিরুদ্ধে উৎপন্ন হয়, এবং ইহা স্বীয় শক্তি দ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয়দিগকে পরাজয় করিতে পারে।

প্রথমতঃ জ্ঞানেন্দ্রিয় অন্তরস্থ কারণ দ্বারা ক্রিয়াবান্ হইলে যে সকল অনুমান কল্পনা যোগ্য তাহারা অক্লেশে মনে উদয় হয়, যেমন গায়কের মনে নানা প্রকার অনাহূত স্বর উদয় হইতেছে, যাঁহার অঙ্কবৃত্তি অধিক বলবান্ ও ক্রিয়াবান্ তিনি স্বাভাবিক ক্ষমতা দ্বারা সংখ্যা গণনা করেন, যাঁহার আকৃতিবৃত্তি বলবান্ তিনি সহজে গঠন বোধ করিতে পারেন, যাঁহার হেতুবৃত্তি বলবান্ ও ক্রিয়া-

বান্ তিনি অনুমান কালে বিনা পরিশ্রমে তর্ক করেন, এবং যাঁহার পরিহাসপ্রবৃত্তি বলবান্ ও ক্রিয়াবান্ হয় তাঁহার মনে রহস্যজনক বোধ সকল এমত সময়ে ও এমত স্থানে অবিকল উদয় হইতে থাকে যে সময়ে বা যে স্থানে তিনি তাহাদের উপস্থিত হওনে বাসনা করেন না।

দ্বিতীয়তঃ জ্ঞানেন্দ্রিয় আপন২ উপযুক্ত বাহ্য বস্তুর উপস্থিতি দ্বারা ক্রিয়াবান্ হইতে পারে, অর্থাৎ যে সকল বাহ্য বস্তুর এই সকল ইন্দ্রিয়কে ক্রিয়াবান্ করিবার ক্ষমতা আছে, তাহারাই উহাদের উত্তেজনা করিতে সমর্থ হয়।

তৃতীয়তঃ জ্ঞানেন্দ্রিয় স্বেচ্ছাক্রমেই ক্রিয়াবান্ হইতে পারে।

জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল বাহ্য বস্তুর দ্বারা উৎসাহান্বিত হইলে বিষয় সকল জ্ঞানগোচর হয় এবং ইহাকে "প্রত্যক্ষ" বলা যায়। বাহ্যইন্দ্রিয়ের যে সকল শিরা আছে তাহাতেই প্রথম সংস্কার জন্মে, পশ্চাৎ ঐ শিরা দ্বারা ঐ সংস্কার বোধনেন্দ্রিয় ও অনুমানেন্দ্রিয়ে নীত হয়, তৎপরে প্রত্যক্ষ হয়। ঐ সকল ইন্দ্রিয় স্থান বড় উচ্চ না হইলেও বিষয় সকলকে

বোধ করাইতে পারে, এবং প্রত্যেক ইন্দ্রিয় স্বীয় সম্বন্ধীয় বস্তু বোধ করে। কোন বিষয় দর্শনান্তে বা শ্রবণান্তে যাঁহার কোন প্রকার অনুভব না হয়, তিনি কোন বিশেষ ইন্দ্রিয়ের শক্তি প্রকাশ করিতে অশক্ত হন, যেমন রাগরাগিণী আলাপন করিলে যিনি তাহাদের স্বর মিলন বোধ করিতে অপারক তিনি স্বরবৃত্তির শক্তি প্রকাশ করিতে পারেন না, ন্যায়শাস্ত্রানুসারে এবং তর্কবিতর্কের ক্রম ভিন্নং করিয়া ব্যক্ত করিলে যিনি তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ ও সিদ্ধান্ত বুঝিতে পারেন না তিনি হেতুবৃত্তির শক্তি প্রকাশ করিতে অপারগ হন, এবং এইরূপ অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে জানিবেন। তজ্জন্য যে সকল ইন্দ্রিয় বিষয়ের আকার বোধ করে তাহাদিগের কোন না কোন প্রকার ক্রিয়া হইতে যে বোধ জন্মে তাহাকে "প্রত্যক্ষ" বলা যায়, কিন্তু ইহা কোন ইন্দ্রিয়ের মধ্যে গণ্য নহে।

ইন্দ্রিয় সকলের আন্তরিক উত্তেজনা হইলে অন্তরেতেই কোন বিষয় বোধ হয় এবং ঐ বোধকে "অন্তর্বোধ" বলা যায়। যদ্যপি অন্তর্বোধ প্রবল হয় তবে ইহাকে "অনুভব" বলা যায়। যখন পীড়া

বা অন্য কোন কারণে কোন ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা হয় তখন অনুপস্থিত বাহ্য বস্তু সকল আন্দোলিত হইতে থাকে তাহাতে বোধ হয় যেন সেই বস্তু সকল সম্মুখে স্থিতিমান্ আছে এবং তাহাতেই স্বপ্ন বা ভ্রমাত্মক দর্শন হয়। আশ্চর্য্যপ্রবৃত্তির ইন্দ্রিয় অধিক বা বিকল হইলে প্রায়ই এইরূপ ফল উৎপত্তি হইয়া থাকে। যে সকল বিষয়ের কল্পনা সর্ব্বদা মনে উদয় হয়, তাহারা ইন্দ্রিয়াদির অন্তরস্থ ক্রিয়া হইতে প্রকাশ হয়, কিন্তু বিশেষ২ কল্পনা সকলের যোগাযোগ দ্বারা উৎপত্তি হয় না। ইন্দ্রিয় সকল প্রবল ও ক্রিয়াবান্ হইলে কল্পনা সকল ক্রমশঃ শীঘ্র উদয় হয়, এবং ক্ষীণ ও অকর্ম্মণ্য হইলে ধীর ভাব হয়। গম্ভীর নিদ্রা কালে ইন্দ্রিয় সকল সম্পূর্ণরূপে বিশ্রান্ত থাকাতে ইহারাও সর্ব্বতোভাবে স্থগিত হয়। তন্নিমিত্তে অন্তর্বোধ ও অনুভবকে মনের বিশেষ২ শক্তি বলিয়া গণ্য করা যায় না, কিন্তু ইহা প্রত্যেক কল্পনাক্ষম ইন্দ্রিয় হইতে উৎপন্ন হয়।

জ্ঞানেন্দ্রিয় কোন কারণ বশতঃ উত্তেজিত হইলে পূর্ব্ব কল্পিত বিষয় সকল মনে উপস্থিত করে, অত-

এব এই ক্রিয়াকে "স্মরণ" বলা যায় এবং প্রত্যেক জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া হইতে উৎপত্তি হয়, কিন্তু ইহাকে মনের কোন প্রধান শক্তি বলিয়া গণ্য করা যায় না। স্বরবৃত্তি সুস্বর স্মরণ রাখে এবং পার্থক্যবৃত্তি বর্ত্তমান বস্তু স্মরণ রাখে।

কার্য্য কারণ ভাবের পরস্পর সম্বন্ধ ও যোগ্যতা বোধ করাকেই "ইতর বিশেষ বিবেচনা" বলা যায় এবং ইহা কেবল অনুমানইন্দ্রিয় হইতেউৎপন্ন হয়, এই সকল ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ, স্মরণ, এবং অনুভব করিবার ক্ষমতা আছে। যাঁহার এই সকল ইন্দ্রিয় বলবান্, তিনি অনায়াসে প্রত্যক্ষ, অন্তর্বোধ, স্মরণ, ও অনুমান করিতে পারেন।

মনের স্বীয় স্থায়িত্ব এবং স্বীয় কার্য্য জ্ঞানকে "মানসিক চৈতন্য" বলাযায়, ইহা দ্বারা ইন্দ্রিয় সকলের স্থায়িত্ব বোধ জন্মে না, কেবল আমাদিগের আপন২ মনের কার্য্য জ্ঞাপন করে, কিন্তু অন্যের মনের ভাব যে অংশে আমাদিগের সহিত ভিন্ন তাহার কিছু মাত্র জানায় না, এবং কোন্ ইন্দ্রিয় হইতে মানসিক চৈতন্য উৎপন্ন হয় তাহা আমরা জানিতে পারি না। একারণ সর্ব্ব জাতীয় মনুষ্যকে আত্ম-

বং বোধ করিবায় কাহার কি রূপ স্বভাব ইহা নির্ণয় করিতে হইলে নিতান্ত ভ্রম জন্মে।

প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ই বোধ ও কল্পনার মানসিক চৈতন্য জ্ঞাপন করিয়া থাকে, যেমন স্বরবৃত্তি অত্যল্প হইলে সুস্বরের মানসিক চৈতন্য উপার্জ্জন করিতে পারে না, হিতাহিতবিবেচনাপ্রবৃত্তি অত্যল্প হইলে ধর্ম্ম জ্ঞানের মানসিক চৈতন্য হয় না, এবং ভক্তিপ্রবৃত্তি অত্যল্প হইলে গুরু জনের প্রতি সম্মানের মানসিক চৈতন্য হয় না।

"মনোযোগ" ইন্দ্রিয় মধ্যে গণ্য নহে, কিন্তু বোধনেন্দ্রিয় ও অনুমানেন্দ্রিয়ের স্বীয়২ বিষয়ে নিয়োগের নামই মনোযোগ, যেমন স্বরবৃত্তি গান শ্রবণে উৎসাহ হইলে স্বরের ভেদাভেদে মনোযোগী হয়, হেতুবৃত্তি কোন বিষয় মীমাংসা করণে ক্রমশঃ বিচার করিতে মনোযোগী হয়, এবং এই প্রকারে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অন্যান্য শক্তি সকল তাহাদের নানা বিষয়ে মনোযোগী হয়।

"অনুরাগ" কোন ইচ্ছা বা চিন্তাইন্দ্রিয় অধিক ক্রিয়াবান্ হইলে উৎপন্ন হয় এবং যত প্রকার ইন্দ্রিয় আছে অনুরাগও তত প্রকার আছে, যথা

ধন্যবাদানুরাগ আত্মযশঃপ্রবৃত্তি অত্যন্ত সত্বর ও ক্রিয়াবান্ হইলে উৎপন্ন হয়, এবং ধনানুরাগ উপার্জ্জনপ্রবৃত্তি হইতে উৎপন্ন হয়। জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল এত ক্ষুদ্র যে তাহাদের এমত অধিক ক্রিয়া হইতে পারে না যাহাকে আমরা অনুরাগ বলিতে পারি। বাদ্যের অনুরাগ ও জ্ঞানশাস্ত্রের অনুরাগ, এইরূপ বাক্য আমরা ব্যবহার করিয়া থাকি বটে, কিন্তু এই প্রকার বিষয়ে কতকগুলিন ইচ্ছাইন্দ্রিয় বা চিন্তাইন্দ্রিয় স্বরবৃত্তি ও হেতুবৃত্তি দ্বারা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া জ্ঞানেন্দ্রিয় সকলের সহিত সংলগ্ন হয়, এবং ইহাই এই অনুরাগের মূল। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া হইতে কেবল এক প্রকার অনুরাগ বিহীন মনের অবস্থা মাত্র উৎপন্ন হয়, সুতরাং এমত কিছুই হইতে পারে না যাহাকে কাল্পনিক অনুরাগ বলা যায়, তথাপি এইরূপ অনুরাগ অনেক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। মনুষ্যেরা স্বীয় স্বভাব পরিবর্ত্তন করিতে পারে না এবং তাঁহাদের যে সকল বাঞ্ছা হইয়া থাকে তাহা অবশ্যই কোন স্বাভাবিক মনঃশক্তির সন্তোষার্থে উৎপন্ন হয়।

"সুখ ও দুঃখ"। বাহ্যচৈতন্যের শিরা বিরক্ত হইলে শরীরের ক্লেশ উৎপত্তি হয় এবং তদনুযায়ি বোধকে শরীরের সুখ বলা যায়। এই সকল বোধ মস্তিষ্কের সহিত সংলগ্ন হইলে সুখ বা দুঃখ বোধ হয়। মনের সুখ বা দুঃখকে মনের এক প্রকার ভাব বলা যায় অর্থাৎ যৎকালীন মনঃ যে ভাবে থাকে তদনুযায়ি বোধজ্ঞ করে, এবং ইহারা প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের চালনা হইতে উৎপন্ন হয়। প্রত্যেক মনঃ শক্তি আপন ইচ্ছানুযায়ি ক্রিয়াতে উত্তেজনা পাইলে সুখ বোধ হয়, এবং বিপরীত হইলে দুঃখ বোধ হয়, সুতরাং যত অধিক মনের শক্তি আছে তত অধিক মনের সুখ ও দুঃখ হয়। তন্নিমিত্তে যাঁহার দয়াপ্রবৃত্তি অধিক তিনি মহাত্মা রূপে অন্যের দোষ ক্ষমা করিতে আনন্দ বোধ করেন, যাহার নাশকপ্রবৃত্তি ও আত্মাদরপ্রবৃত্তি অধিক তিনি প্রতি হিংসা করিতে সুখ বোধ করেন, যাহার উপার্জ্জন-প্রবৃত্তি অধিক তিনি অর্থ অধিকার করিয়া রাখিতে সুখী হন, এবং যাঁহার ভক্তিপ্রবৃত্তি ও হিতাহিত-বিবেচনাপ্রবৃত্তি অধিক তিনি মনুষ্যের আত্ম-শ্লাঘাকে হেয়জ্ঞান করিতে আনন্দিত হন। এই-

রূপে সুখ ও দুঃখ বাহ্যচৈতন্যের শিরা ও মনঃ-ইন্দ্রিয়ের ফলোদয় হইতে উৎপন্ন হয়, কিন্তু ইহারা স্বয়ং জন্মে না।

“ধৈর্য্যাধৈর্য্য”। ধৈর্য্য নিশ্চিত বোধের ন্যায়, এবং ইহাকে দয়াপ্রবৃত্তি, ভক্তিপ্রবৃত্তি, প্রত্যাশা-প্রবৃত্তি, হিতাহিতবিবেচনাপ্রবৃত্তি, এবং দৃঢ়তা-প্রবৃত্তি, অল্প আত্মাদরপ্রবৃত্তির সহিত একত্র হইয়া, উৎপন্ন করে। অগর্ব্বিতা, বিনয়, স্থিরতা ও বশীভূততা এই সমস্ত পূর্ব্বোক্ত অনেক সংযোগের সহগামী হয়, এবং এই সকল হইতে ধৈর্য্য ও সহ্যতা উৎপন্ন হয়। শরীরাবস্থা অতিশয় বায়ুগ্রস্ত অর্থাৎ স্থূলাকার হইলে কিম্বা মস্তিষ্কের অল্পতা হইলে চেতনা রাহিত্য হইতে পারে, কিন্তু যাঁহারা নরের স্বভাব জ্ঞাত নহেন তাঁহারা এই অবস্থাকে ধৈর্য্য বলিয়া থাকেন।

যাঁহার শরীরাবস্থা উত্তম ও সুস্থ এবং দয়া-প্রবৃত্তি, ভক্তিপ্রবৃত্তি, এবং হিতাহিতবিবেচনাপ্রবৃত্তি অপেক্ষা আত্মাদরপ্রবৃত্তি, বিপদ্ভঞ্জনপ্রবৃত্তি ও নাশকপ্রবৃত্তি অধিক, তিনি বিপক্ষতা ও বাক্য নয়করণে অধৈর্য্য হইবেন। যাঁহার স্বরবৃত্তি,

কালবৃত্তি, এবং কবিতাশক্তি বা সৌন্দর্য্যপ্রবৃত্তি অধিক তিনি মন্দ গীত বাদ্য শ্রবণে অধৈর্য্য হইবেন, এবং যাঁহার দয়াপ্রবৃত্তি, হিতাহিতবিবেচনাপ্রবৃত্তি, ও হেতুবৃত্তি অধিক তিনি ভক্তবিটল ও আত্মগ্রাহি ব্যবহার দেখিলে অধৈর্য্য হইবেন। যাঁহার শিরাময়াবস্থা ও রক্তবর্ণাবস্থা প্রবল হইলে ইন্দ্রিয় সকল অত্যন্ত ক্রিয়াবান্ হয়, তিনি সর্ব্ব প্রকার কথোপকথনে ও ক্রিয়া নির্ব্বাহে ধীরগতি দেখিলে অধৈর্য্য হইবেন।

"আনন্দ ও নিরানন্দ"। প্রত্যেক ইচ্ছাইন্দ্রিয় স্বীয় বিষয় প্রাপ্ত হইতে চেষ্টা করে এবং প্রাপ্ত হইলে মনে এক প্রকার সন্তোষের উদয় হয়, যথা, উপার্জ্জনপ্রবৃত্তি ধনাভিলাষ করে, আত্মযশঃপ্রবৃত্তি প্রশংসা ও প্রভেদ আকাঙ্ক্ষা করে, এবং আত্মাদরপ্রবৃত্তি প্রভুত্ব বা স্বাধীনতা বাঞ্ছা করে। ধনোপার্জ্জন হইলে উপার্জ্জনপ্রবৃত্তির সন্তোষ হয়, ইহা দ্বারা এক প্রকার সন্তোষজনক বোধ জন্মে যাহাকে আনন্দ বলা যায়। ধনচ্যুত হইলে উপার্জ্জনপ্রবৃত্তির সম্পত্তি হরণ হয়, এবং পশ্চাৎ ইহার দ্বারা এক প্রকার দুঃখদায়ক বোধ জন্মে, যাহাকে নিরা-

নন্দ বলা যায়। এই প্রকার আত্মযশঃপ্রবৃত্তি, আত্মাদরপ্রবৃত্তি ও শিশুপ্রবৃত্তির দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারা যায়। এক মনোহর সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে পিতা মাতার সন্তান বাসনার ন্যূনাধিক্যানুসারে সুখ বোধ হয়, অর্থাৎ তাঁহাদের শিশুপ্রবৃত্তির প্রবলতানুসারে আনন্দের উদয় হয়, যদি তাঁহাদের ঐ সন্তান নষ্ট হয় তবে ঐ প্রবৃত্তি স্বীয় সম্পত্তি চ্যুত হইয়া বিদীর্ণ হওয়াতে তাহাদের উক্ত প্রবৃত্তির আতিশয্যানুসারে শোক বা নিরানন্দ বোধ হইবে।

"স্বভাব" অর্থাৎ মনের কোন বিশেষ ক্রিয়ার ধারা চালনা দ্বারা প্রবল হইয়া স্বাভাবিক বাঞ্ছার ফল হইতে উৎপন্ন হয়। ইন্দ্রিয় উচিত মতে ব্যবহৃত হইয়া স্বাভাবিক ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিলে ক্রিয়াবান্ ও অধিক নিপুণ হয়, যেমন বাদ্যকারকের অঙ্গুলী সকলবাদ্যানুষ্ঠান দ্বারা ত্বরা ও নিপুণ গতির বৃদ্ধি করে। কোন ব্যক্তির অঙ্কবৃত্তি অধিক থাকিয়া মুখে২ অঙ্ক গণনা করিবার বাসনা হইলে অতি শীঘ্র তাহাতে নৈপুণ্য হইতে পারে, ইহাকে স্বভাব বলা যায়। এবং বিপদভঞ্জনপ্রবৃত্তি, নাশক-

প্রবৃত্তি, ও আত্মাদরপ্রবৃত্তি অধিক থাকিয়া বিবাদ ও সংগ্রামে সর্ব্বদা রত হইলে বিরোধি স্বভাব হয়।

"পছন্দ" মস্তিষ্কের উত্তমাবস্থা হইতে এবং ইন্দ্রিয় সকলের মধ্যম রূপ ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন হয়, যেমন যে পদ্য অনৌচিত্য, নিয়মাতিক্রম, যুক্তি বিরুদ্ধতা, বা অসংলগ্নতা বিহীন হইয়া মহৎ চিন্তাইন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় সকলকে সন্তোষ প্রদান করে তাহাকে অতি সুন্দর পদ্য বলা যায়। কবিতাশক্তি বা সৌন্দর্য্যপ্রবৃত্তি অত্যন্ত অধিক থাকিলে বড় কথা ব্যবহার করে, হেতুবৃত্তি অতি প্রবল থাকিলে অস্পষ্ট শুদ্ধতায় প্রবেশ করায়, পরিহাসপ্রবৃত্তি অত্যন্ত অধিক থাকিলে কল্পনা, রসঘটিত হ্রস্ব কবিতা, ও অভদ্রতা করিতে প্রবৃত্ত হয়। এক খানি ছবী যদি জ্ঞানইন্দ্রিয় ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি* সকলের সন্তোষজনক হয় তবে ইহাকে উত্তম পছন্দ যোগ্য বলা যায়। এইরূপ বর্ণবৃত্তি সবল বা দুর্ব্বল রূপে ক্রিয়াবান্ হইলে ঐ ছবী

---

*১৪ পত্রে দৃষ্টি করুন।

রঙ্গের জন্য ভাল মন্দ পছন্দ হইবে, এবং আকৃতি-বৃত্তি ক্ষীণ হইলে কুগঠন বোধ হইবে, সৌন্দর্য্য-প্রবৃত্তি ও বর্ণবৃত্তি যদি অনুমানইন্দ্রিয়াদি অপেক্ষা অধিক প্রবল হয়, তবে ঐ ছবী চমৎকার ও বর্ণো-জ্জ্বল বোধ হইতে পারে কিন্তু গৌরব ও ভাব-বিহীন বোধ হইবে। শব্দবৃত্তি অতি প্রবল হইলে বাক্‌প্রবন্ধ বাহুল্য ও বাচালতা হয়, এবং অতি ক্ষীণ হইলে বাক্ প্রবন্ধ নীরস্, কঠিন, ও নীচ হইতে পারে। ঘটনাবৃত্তি অতি প্রবল হইলে অনু মান না করিয়াই কোন বিষয় ব্যক্ত করে। অনু-মানইন্দ্রিয় অতি প্রবল হইলে যথেষ্ট বৃত্তান্ত বা প্রমাণ না পাইয়া তর্কবিতর্ক করেন। জীবপ্রবৃত্তি* প্রবল হইলে অধম ও পামর হয়, এবং কোন ব্যক্তির চিন্তাইন্দ্রিয় তীক্ষ্ণ ও গভীর হইলেও যদি জ্ঞানেন্দ্রিয় তদপেক্ষা অধিক প্রবল হয় তবে সে নীরস্ ও অমনোরঞ্জন হইবে।

কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মাৎসর্য্য, এবং মোহ এই ছয় রিপু কোন এক বিশেষ মনঃইন্দ্রিয় হইতে

---

* ১৪ পত্রে দৃষ্টি করুন।

উৎপন্ন হয় না এবং ইহারা স্বয়ং ভিন্ন২ ইন্দ্রিয়ও নহে, তবে ইহারা কেবল ভিন্ন২ ইচ্ছাইন্দ্রিয়ের নিন্দনীয় ক্রিয়া হইতে প্রকাশিত হয়. যেমন কাম অতি প্রবল রতিপ্রবৃত্তি হইতে উৎপন্ন হয়, ক্রোধ নাশকপ্রবৃত্তি হইতে উৎপন্ন হয়, লোভ উপার্জ্জন-প্রবৃত্তি হইতে উদিত হয়, মদ আত্মাদরপ্রবৃত্তি হইতে উদ্ভূত হয়, মাৎসর্য্য আত্মযশপ্রবৃত্তি হইতে উদিত হয়, এবং মোহ কেবল ইচ্ছাইন্দ্রিয় হইতে প্রকাশিত হয় এমত নহে, সকল মনঃ ইন্দ্রিয় স্বীয়২ বিষয় বা বস্তু শ্রবণ বা দর্শন করিয়া অত্যন্ত চিন্তাবিষ্ট হইলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

মনতত্ত্ব বিদ্যার ব্যবহার্য্যতা।

এই বিদ্যার পূর্ব্ব কথিত বীজের মধ্যে উক্ত হইয়াছে, যে পরিমাণানুসারে শক্তির সীমা জানা যায়, কিন্তু মস্তিষ্ক মনের উৎসাহানুসারে গঠন পরিবর্ত্ত করিতে পারে, তন্নিমিত্তে প্রথমে প্রায় সমুদায় মস্তিষ্কের পরিমাণ এমত রূপে ভিন্ন২ করিয়া জানা উচিত, যে সামান্য শক্তি প্রকাশ করিবার যথেষ্ট উন্নতি আছে কি না, কারণ যাহার মস্তিষ্ক অত্যন্ত ক্ষুদ্র সেই ব্যক্তি অবশ্য জন্মাবধি হত বুদ্ধি হয়।

মস্তকের কোন২ স্থানে অস্থির উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইহাতে মস্তিষ্কের আধিক্য বুঝায় না, যেমন কর্ণের পশ্চাৎভাগস্থিত অস্থি, শিশুপ্রবৃত্তির নিম্ন ভাগস্থিত অস্থি, কর্ণের সম্মুখের উপরি স্থিত অস্থি, এবং দয়াপ্রবৃত্তি, ভক্তিপ্রবৃত্তি ও দৃঢ়তাপ্রবৃত্তির মধ্য স্থান দিয়া যে লম্বমান অস্থি আছে তাহাও মস্তিষ্কের উন্নতি 'বোধক নহে।

লোকে বলিয়া থাকেন কতক গুলিন ইন্দ্রিয় অতি ক্ষুদ্র পরিমাণে থাকাতে তাহারা বস্তুতঃ

আছে কি না তাহা ভিন্ন২ করিয়া চিহ্ন করা অসাধ্য। এই আপত্তি অতিশয় যুক্তি বিরুদ্ধ কারণ দেখুন খোদকারিরা যে সকল অত্যন্ত সূক্ষ্ম রেখা টানিয়া ছবিতে আলোকের তারতম্য প্রাকাশ করে তাহা ইহারাই নির্ণয় করিতে পারে, এবং মুদ্রাঙ্ককারক দৃষ্টি মাত্রে অতি ক্ষুদ্র ছাপার অক্ষ-রেরও প্রভেদ করিতে পারে, এই সকলের সহিত তুলনা করিলে অতি ক্ষুদ্র মনতত্ত্বোক্ত ইন্দ্রিয় বৃহৎ বোধ হয়। তথাচ অতি ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয় সকলের স্বীয় ও সম্বন্ধীয় পরিমাণ ভিন্ন২ করিয়া চিহ্ন করা সুক-ঠিন বটে, কিন্তু অভ্যাস থাকিলে এই সকলের ও অন্যান্য বস্তুর গঠনের ইতর বিশেষ, দর্শনাস্ত বোধের তীক্ষ্ণতা দ্বারা জানিতে পারা যায়। যেমন কোন পাঠশালার বালক বা কৃষক এক পুস্তকের মধ্যে ভিন্ন২ প্রকার হস্তাক্ষর দেখিলে তাহার প্রভেদ করিতে পারে না, কিন্তু যে লিপিকারক দশ বৎসর এই কর্ম্ম করিতেছেন তিনি অক্লেশে ঐ গ্রন্থের এক শত পত্র এক শত লোকের দ্বারা লিখিত হইলেও কাহার্ কোন্ লিপি তাহা অবিলম্বে ব্যক্ত করিতে পারেন। আর কোন

উদাসীন্ ব্যক্তি কোন সংসারের পরিবারের প্রতি অবলোকন করিয়া, তাহাদের মুখশ্রী অত্যন্ত প্রভিন্ন দেখিলেও পরস্পর পৃথক্ করিতে সুকঠিন বোধ করেন, এমত সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায়।

মনতত্ত্ব বিদ্যা ব্যবহার করিবার কালীন সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে,যে যে ব্যক্তির মস্তক পরীক্ষা হইতেছে তাহার প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের পরিমাণ অন্য ইন্দ্রিয়ের পরিমাণানুসারে নির্দ্ধারণ হয়, এবং কোন বিশেষ মস্তক দেখিয়া তাহার ইন্দ্রিয়ের পরিমাণানুসারে অন্য ব্যক্তির ইন্দ্রিয়ের পরিমাণ নির্ণয় করা যায় না।

এইক্ষণে মনতত্ত্ব বিদ্যার সত্যতা প্রমাণ করিব, এবং শিক্ষাকারক মহাশয়েরা কি রূপে ইন্দ্রিয় সকল নিরীক্ষণ করিবেন তাহাও বলিব। মনতত্ত্ব বিদ্যা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত আমরা এক ব্যক্তির কোন এক ইন্দ্রিয় অন্য ব্যক্তির সেই ইন্দ্রিয়ের সহিত কখন তুল্য করি না, কারণ এক মস্তকে যে সকল বিশেষ২ ইন্দ্রিয় অত্যন্ত অধিক, তাহারা ঐ ব্যক্তির বিশেষ২ মনের শক্তিকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল করে, তন্নিমিত্তে মনতত্ত্ব বিদ্যা

প্রমাণ করণে আমরা সর্ব্বদা এক মস্তকের ভিন্ন২ ইন্দ্রিয় পরস্পর তুল্য করি। কিন্তু শিক্ষাকারকদিগের উচিত, যে তাঁহারা বিভিন্ন মস্তকে এক ইন্দ্রিয়েরই পরিমাণের অনৈক্য দেখেন, তাহা হইলে ইহার ভিন্ন২ পরিমাণের ও সংসর্গের আকার কি রূপ হয় তাহা সুজ্ঞাত হওয়া যাইবেক।

এই প্রযুক্ত বৃহৎ ইন্দ্রিয় সকল প্রথমে নিরীক্ষণ করা আবশ্যক, এবং কোন বিশেষ বিষয়ে বিপরীত স্বভাবযুক্ত দুই ব্যক্তির প্রভেদ নির্দ্ধারণ করিবার কালীন, তাঁহাদিগকে নিকটে বসাইয়া মস্তক পরীক্ষা করা উচিত, যেমন যে সকল ব্যক্তি সর্ব্বদা ত্রাস, সন্দেহ ও আশঙ্কা করে তাঁহাদের সতর্কতাপ্রবৃত্তির উন্নতি দেখিয়া, যাঁহারা সর্ব্বদা অতি ত্বরান্বিত এবং প্রায় কোন বিষয়ে ভয় বা সন্দেহ করেন না, তাঁহাদিগের সহিত ঐ ইন্দ্রিয়ের আকারের তুল্য করিব। কিম্বা যে সকল ব্যক্তিরা বালকের প্রতি অত্যন্ত স্নেহ করে তাহাদের শিশুপ্রবৃত্তি দেখিয়া ঐ সকল ব্যক্তি যাহারা বালকের প্রতি স্নেহ করে না, তাহারদিগের সহিত ঐ ইন্দ্রি-

য়ের তুলনা করিব। কখন ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয় সকল প্রথমে নিরীক্ষণ করিব না এবং তাহাদের পরস্পর তুলনা না করিয়া পরীক্ষা করিব না।

লোকে সর্ব্বদা এই আপত্তি করিয়া থাকেন, যে যে মনুষ্যের মস্তক বৃহৎ তাঁহার "বুদ্ধি তীক্ষ্ণ নহে" এবং যাঁহার মস্তক ক্ষুদ্র তিনি "জ্ঞানবান", কিন্তু মনতত্ত্বজ্ঞ মহাশয়েরা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পারগতা সমুদায় মস্তিষ্কের পরিমাণের সহিত কখন ঐক্য করেন না, কারণ এই বিদ্যার এক প্রধান বীজ এই যে মস্তিষ্কের ভিন্ন২ স্থান বিভিন্ন গুণ প্রকাশ করে, এবং এই প্রযুক্ত যদ্যপি ঐ সমুদায় মস্তিষ্কে কেবল জ্ঞানেন্দ্রিয় থাকিত তবে মস্তক বৃহৎ হইলে স্বভাবত অতি গুণশীল মনুষ্য হইত, এবং যদ্যপি কেবল জীবপ্রবৃত্তি থাকিত তবে ঐ প্রবৃত্তি অত্যন্ত ভয়ানক উৎসাহ প্রকাশ করিত। কেরিব্ জাতির মস্তিষ্কের পরিমাণ ইউরোপীয় জাতির ন্যায় বোধ হয়, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিদিগের কেবল জীবপ্রবৃত্তির স্থান বিশেষ উন্নত আছে, এবং ইউরোপীয় জাতির ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ও জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল তাহাদের অপেক্ষা অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ। কোন

মনতত্ত্বজ্ঞ মহাশয় উভয় জাতির মস্তিষ্কের পরিমাণ দেখিয়া তাহাদের বুদ্ধির ও ধার্ম্মিকতার সমভাব কখন বোধ করিবেন না। যথার্থরূপে পরীক্ষা করিবার জন্য এমত দুই মস্তক গ্রহণ করিব, যাহারদের কোন পীড়া নাই এবং শরীরাবস্থা, বয়ঃক্রম, ও অভ্যাস সদৃশ হইয়াছে, আর প্রত্যেকেতে সমুদায় ইন্দ্রিয় সমান সংখ্যাতে আছে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত মস্তক দ্বয়ের মধ্যে যদি একটা বৃহৎ, অন্যটা ক্ষুদ্র হয়, আর তদনুসারে বৃহৎ মস্তকের অধিক ক্রিয়া বা ক্ষমতা না থাকে, তবেই মনতত্ত্ব বিদ্যা মিথ্যা বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

মনুষ্যের মস্তিষ্ক পশ্বাদির মস্তিষ্কের সহিত তুল্য করণ কালে, মনতত্ত্বজ্ঞ মহাশয়েরা কেবল উভয়ের যে যে অংশে ঐক্য আছে তাহা দেখিয়াই নির্ণয় করেন, এবং পশ্বাদির কোন কার্য্য দেখিয়া মনুষ্য জাতির মস্তিষ্কের ভিন্ন২ স্থানের ক্রিয়া সকলের স্পষ্ট যুক্তি প্রাপ্ত হইতে পারেন না, ইহার কারণ এই যে দুই বিভিন্ন জীবের শরীরের গঠন ও বাহ্যিকাবস্থা সকল অত্যন্ত অতুল্য হওয়াতে তাহাদিগকে তুল্য করিয়া যথার্থ ফল নির্ঘণ্ট

করিতে পারা যায় না। অনেক জ্ঞানী ব্যক্তিরা মস্তিষ্ককে মনের ইন্দ্রিয় জানিয়াএবং মনুষ্যের মস্তিষ্ককে ঘোটক, কুক্কুর, বৃষ ও এবম্প্রকার অন্যান্য জীবের মস্তিষ্কাপেক্ষা বৃহৎ দেখিয়া মনুষ্য মস্তিষ্কের পরিমাণ সর্ব্ব প্রকারে শ্রেষ্ঠ হওয়াতেই মনুষ্যের মনঃ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এমত বোধ করেন, কিন্তু মনতত্ত্বজ্ঞ মহাশয়েরা, এই সিদ্ধান্ত মনতত্ত্ব বিদ্যার বীজানুসারে না হওয়াতে বিশ্বাস করেন না। কারণ যদি কোন পশুর মস্তিষ্ক অতি বৃহৎ হয়, এবং ইহার শারীরিক বল বা জীবপ্রবৃত্তির ক্রিয়া প্রকাশ করিবার স্থান সকল একত্র সংযুক্ত থাকে, এবং আর এক পশুর মস্তিষ্ক ক্ষুদ্র কিন্তু কেবল জ্ঞানেন্দ্রিয়ের শক্তি প্রকাশ করিবার স্থান সকল অধিক হয়, তবে উভয়ের মধ্যে প্রথমোক্ত জীবের বুদ্ধি বা ধীরতা ন্যূন হইবে। হস্তী ও তিমি মৎস্যের মস্তিষ্ক মনুষ্যাপেক্ষা বৃহৎ, তথাপি ইহাদের বুদ্ধি নর হইতে শ্রেষ্ঠ নহে, যেহেতু কেহ প্রমাণের দ্বারা ইহা নির্ঘণ্ট করেন নাই যে ইহাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া প্রকাশ করিবার স্থান সকল সমপরিমিত রূপে মনুষ্য হইতে বৃহৎ, এই প্রযুক্ত নরেরা সর্ব্ব

জীবাপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান্, ইহা সত্য জানিবেন।

এই প্রকার বানরের ও কুক্কুরের মস্তিষ্ক, বৃষ ও শূকর ও গর্দ্দভের মস্তিষ্ক হইতে ক্ষুদ্র, তথাপি প্রথমোক্ত জীবেরা জ্ঞানেন্দ্রিয় বিষয়ে প্রায় মনুষ্যের ন্যায় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের প্রতি মনতত্ত্ব বিদ্যা প্রবর্ত্তিত করিতে হইলে, প্রথমে ইহা নিশ্চয় জানিতে হইবেক, যে জীব সকলের মস্তিষ্কের গঠন, স্বভাব, ও অবস্থা যথোচিত মতে সদৃশ হইলেই তাহাদিগকে পরস্পর তুল্য করা যাইতে পারে, কিন্তু এইরূপ কখন ঘটিতে পারে না। তৎপরে জানা উচিত যে প্রত্যেক জাতির মস্তিষ্কের কোন্ স্থান হইতে কর্ম্মইন্দ্রিয় ও কোন্ স্থান হইতে বা জ্ঞানেন্দ্রিয় ক্রিয়াবান্ হয়, এবং অবশেষে প্রত্যেক ক্রিয়া প্রকাশ করিবার ক্ষমতাকে তাহাদের নিরূপিত ইন্দ্রিয়ের পরিমাণের সহিত তুল্য করিতে হইবে। যদিস্যাৎ মস্তিষ্কের পরিমাণানুসারে শক্তি ন্যূনাধিক না হইত, তবে যে রীতির কথা এক্ষণে হইতেছে তাহা ঐ জাতিতে অবর্ত্তমান হইত, কিন্তু ইহা দ্বারা এমত স্থির করা

যাইতে পারে না, যে মনুষ্যের পক্ষেও এই রীতি ঐ রূপ নহে, কারণ মনুষ্য সম্বন্ধীয় মনতত্ত্ব জ্ঞান কেবল অনেক প্রমাণ দর্শন দ্বারাই স্থাপিত হইয়াছে। কেহ২ বলিয়া থাকেন মনুষ্যের মস্তিষ্কে যে সকল স্থান আছে সেই সকল স্থান অন্যান্য জীবের মস্তিষ্কেতেও ক্ষুদ্র পরিমাণে আছে, কিন্তু ইহা সত্য বোধ হয় না, যদ্যপি শিক্ষাকারকেরা মেষ, কুক্কুর, খেঁকশিয়ালী, ঘোটক, বা শূকরের মস্তিষ্ক সংগ্রহ করিয়া মনুষ্যের মস্তিষ্কের সহিত তুলনা করেন, তবে উক্ত পশ্বাদির অনেকানেক স্থানের সম্পূর্ণ অভাব দেখিতে পাইবেন, বিশেষতঃ ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ইন্দ্রিয়ের উন্নতি একবারেই দেখিতে পাইবেন না।

আমাদিগের হিন্দু জাতীয় দ্বারা এই প্রকার দ্রব্য সকল আনয়ন করিয়া জ্ঞাত হওয়া সুকঠিন, তন্নিমিত্ত যাহা কহিলাম বিশ্বাস করিবেন, কারণ ম্লেচ্ছ জাতীয়েরা অনেক দৃষ্টান্ত দেখিয়া ইহা সপ্রমাণ করিয়াছেন।

পাঠক মহাশয়দিগের প্রতি নিবেদন।

হে মহাশয়গণ আপনারা সানুগ্রহ চিত্তে এই পুস্তক পাঠ পুর্ব্বক ইহার গুণ দোষ বিবেচনা করিয়া আমার অসীম পরিশ্রম সফল করিবেন। এই বিদ্যা সত্য কি মিথ্যা তাহা মনুষ্য জাতির মস্তক পরীক্ষা করিলেই অবগত হইতে পারিবেন. এবং এই পুস্তক পাঠ করিয়া ইহার ভাবার্থ অবগত হইয়া তৎপরে এই পুস্তকে লিখিত প্রণালী অনুসারে মস্তক পরীক্ষা করিবেন। এবিষয়ে আমার অধিক বাক্য ব্যয় করা বৃথা।

অনেকে কহিয়া থাকেন ইহা মিথ্যা, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে তাঁহারা এই বিদ্যার কিঞ্চিন্মাত্রও না জানিয়া এমত উক্তি করেন; অতএব আমি আকাঙ্ক্ষা করি বিজ্ঞবর পাঠক মহাশয়েরা তদ্রূপ না করিয়া, অগ্রে পূর্ব্বোক্ত প্রণালী অনুসারে এই পুস্তকের মর্ম্ম বোধ করিয়া পশ্চাৎ সত্য মিথ্যা বিবেচনা করিবেন।

কোন প্রকার নূতন বিষয় প্রকাশ হইলে, অবিজ্ঞ লোকেরা নানা প্রকার বিদ্রূপাদি দ্বারা

তাহা নষ্ট করিতে যথোচিত চেষ্টা করে, কিন্তু তাহাদের দুরভিপ্রায় উল্লঙ্ঘন করিয়া দেশহিতৈষি বিজ্ঞবর মহাশয়দিগের তদ্বিষয়ের উন্নতি বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করা উচিত, এবং যে নূতন বিষয় বিবিধ লোকের বিবিধ প্রকার প্রতিবন্ধকতায় উত্তীর্ণ হইয়া ক্রমশঃ দেশ বিদেশে প্রচলিত ও আদরণীয় হইতে থাকে, তাহাকে অবশ্যই সত্য বলিয়া গণ্য করিতে হয়।

যৎকালে ডাক্তর গল্ সাহেব প্রথমে এই বিদ্যা প্রচারিত করিয়া অনবরত ইহার চালনা করিতে লাগিলেন, তৎকালে তদ্দেশীয় মহারাজা তাঁহার এই নূতন বিষয় প্রচারকে অপরাধ গণনা করিয়া তাঁহাকে কারাগারে রুদ্ধ করেন, আর আত্মীয় বন্ধুবর্গেরাও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন, এবং সংবাদ পত্রের সম্পাদক মহাশয়েরা সাধ্য মতে এই নবোৎপন্ন বিদ্যার হ্রাস করণে চেষ্টিত হইয়াছিলেন, কিন্তু পরিশেষে সকলের সমুদায় প্রতিবন্ধকতা বিফল হইল, কারণ এই মনতত্ত্ব বিদ্যা আপন গুণে প্রশংসিত হইয়া লোক সমাজে ক্রমশঃ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল, এবং তদবধি অনেক

দেশে সমাদরণীয় হইয়া আসিতেছে, বোধ হয় আমাদিগের দেশেও শীঘ্র সকলের আনন্দ বৃদ্ধি করিবেক সন্দেহ নাই। হে পাঠক মহাশয়গণ বিবেচনা করুন মিথ্যা বিষয় কি এতকাল পর্য্যন্ত প্রবল থাকিতে পারে।

এই মহোপকারিণী বিদ্যা প্রচার হইবার পূর্ব্বে কোন দেশের ব্যক্তিরা মনের বিষয় কিছু মাত্র জানিত না, কিন্তু এক্ষণে এই বিদ্যার আলোচনা দ্বারা অনেকে অনেক মানসিক ব্যাপার অবগত হইয়াছেন। ইহা অভ্যাস করিলে মনঃ কি পদার্থ, ও তাহারা কি রূপ শক্তি, তদ্দ্বারা ব্যক্তি সকল কি কি কর্ম্ম করিতে সমর্থ হয়, এবং মনের শক্তি অনুসারে কি রূপ দোষ গুণ উৎপন্ন হইয়া থাকে, ও কি উপায়েই বা দোষ নিবারণ এবং গুণ বৃদ্ধি হইতে পারে, ইত্যাদি সমস্ত বিষয় বিশেষ রূপে মনুষ্যেরা জানিতে সমর্থ হয়, সুতরাং মনস্তত্ত্ব বিদ্যা যাঁহার মনে অধিষ্ঠিতা হয় তাঁহাকে ধর্ম্ম পথের পথিক করে এবং সর্ব্বদা ধৈর্য্য গুণ ও পরস্পর সহৃতা ..ক্তি প্রদান করে। এই বিদ্যা শিখিলে সমুদায় লোকের আন্তরিক ব্যাপার ও ইচ্ছা

এবং স্বভাব নিশ্চয় রূপে অনুমান করা যায়, তাহা হইলে দোষি ব্যক্তির দোষ দেখিয়া তাহার প্রতি ক্রোধ উৎপন্ন হয় না বরং দয়াই জন্মিতে পারে। এতাদৃশ ফল জনক বিদ্যা শিক্ষা করা ও দেশ বিদেশে ইহার গুণ প্রচার করা মনুষ্য মাত্রেরি অবশ্য কর্ত্তব্য কিমধিকমিতি।
